# দশমঃ স্কন্ধঃ
## দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

১। কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্।
যৎ তদ্ বিগর্হিতং কর্ম্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ॥

**১। অন্বয়ঃ** শ্রীরাজা উবাচ—[হে] ভগবন্ (মুনিবর) তয়োঃ (কুবেরপুত্রয়োঃ) শাপস্য এতৎ কারণং কথ্যতাং যৎ বিগর্হিতম্ (নিন্দিতং) কর্ম তাভ্যাং কৃতং] যেন বা দেবর্ষেঃ (নারদমুনেঃ) তমঃ (ক্রোধঃ জাতঃ) তৎ [কথ্যতাং]।

**১। মূলানুবাদঃ** মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবন্! বলুন তো, কুবের পুত্র নলকুবের মণিগ্রীবের শাপের কারণ কি—তাঁরা কি এমন বিগর্হিত কর্ম করেছিল যার জন্য ভক্তচূড়ামণি নারদেরও ক্রোধ হল।

---

**১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অথ তস্য বদ্ধস্য মাতৃকোপাদ্বাগ্রস্য চাব্যাহতসার্ব্বজ্ঞময়ীং বিচাররূপামান্তরলীলামপি কৌতুকাৎ পৃচ্ছতি—কথ্যতামিতি। তমোঽভূদিতি শেষঃ, তদেতচ্ছাপস্য কারণমিতি যোজ্যম্। যেনাসীদ্দেবর্ষেস্তম ইতি পাঠান্তরং সুগমম্; আর্ষত্বাচ্ছন্দোভঙ্গাদোষঃ॥ জী০ ১॥

**১ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর সেই মাতৃকোপ হেতু ব্যগ্র বদ্ধ কৃষ্ণের অব্যাহত সর্বজ্ঞতাময়ী বিচাররূপা চিত্তস্থ লীলা রাজা কৌতুক বশে জিজ্ঞাসা করছেন—কথ্যতাম্ ইতি। ক্রোধ হল তমঃগুণের লক্ষণ—ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ সমস্ত প্রাকৃতগুণের অতীত—তার তো ক্রোধ হওয়া সম্ভব নয়—কাজেই ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি যে শাপ দিবেন, তা তো হতে পারে না—তবে এই শাপের কারণ কি? ইহাই জিজ্ঞাসা॥ জী০ ১॥

**১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কুবেরাত্মজয়োঃ শাপকথাপ্রোক্তা পুরাতনী। তদ্বিমোচয়িতা কৃষ্ণস্তাভ্যান্তু দশমে স্তুতঃ॥ তয়োর্বিগর্হিতং যৎ কর্ম্ম যেন বা কর্ম্মণা দেবর্ষেরপি তমঃ ক্রোধ এতত্তয়োঃ শাপস্য কারণং কথ্যতামিত্যন্বয়ঃ॥ বি০ ১॥

শ্রীশুক উবাচ।

২। রুদ্রাস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ॥
৩। বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে॥
৪। অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ॥

২-৩। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—সুদৃপ্তৌ (গর্বিতৌ) মদোৎকটৌ (ধনমদেন পরমদুর্ব্বারৌ) রুদ্রস্য অনুচরৌ ধনদাত্মজৌ (কুবেরনন্দনৌ) বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ (মত্ততয়া ঘূর্ণিতনেত্রৌ) ভূত্বা কৈলাসোপবনে মন্দাকিন্যাং (গঙ্গায়াং) অনুগায়দ্ভিঃ স্ত্রীজনৈঃ [সহ] পুষ্পিতে বনে চেরতুঃ।

৪। **অন্বয়** ঃ অম্ভোজবনরাজিনি (পদ্মানাং বনানি যত্র তস্মিন্) গঙ্গায়াং অন্তঃ(মধ্যে)প্রবিশ্য গজৌ (হস্তিনৌ) করেণুভিঃ ইব (হস্তিনীভিঃ সহ যথা ক্রীড়তঃ তদ্বৎ) যুবতীভিঃ [সহ] চিক্রীড়তুঃ (ক্রীড়াং চক্রতুঃ)।

২-৩। **মূলানুবাদ** ঃ শুকদেব বললেন—হে রাজন্! রুদ্রের অনুচর হওয়া হেতু অতি গর্বিত কুবের পুত্রদ্বয় নলকুবের মণিগ্রীব বারুণীমদিরা পানে মত্ত ও বিঘূর্ণিত নয়ন হয়ে গাইয়ে স্ত্রীজনের সহিত কৈলাশ পর্বতে মন্দাকিনী তটে কুসুমিত উপবনে যথেচ্ছ বিহার করতে লাগলেন।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ এই কুবের পুত্রদ্বয় কমলবনরাজিতে সুশোভিত গঙ্গা মধ্যে প্রবেশ করত মত্তহস্তী যেমন হস্তিনীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করে সেইরূপ যুবতীগণের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।

---

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কুবের পুত্রদ্বয়ের পুরাতনী শাপ কথা এখানে বলা হচ্ছে। কুবের পুত্রদ্বয়ের বিশেষ মুক্তিদানকারী অর্থাৎ প্রেমদানকারী কৃষ্ণ এই দশমে স্তুত হয়েছেন এদের দ্বারা। তাদের যে বিগর্হিত কর্ম যার দ্বারা দেবর্ষিরও **তমঃ**—ক্রোধ, সেই তাদের শাপের কারণ বলুন—এইরূপ অন্বয়॥

২-৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শ্রীশুকদেবশ্চ তাদৃশ-তদ্বিচারমনুসৃত্য বক্তুমারব্ধবান্, তত্র রুদ্রস্যেতি যুগ্মকম্। বারুণীং ক্ষীরোদমথনাজ্জাতাং কিংবা বরুণ-নির্ম্মিতামিতি মহামাদকত্বম্ উক্তং, তাং পীত্বা; কৈলাসোপবনমধ্যে যা মন্দাকিনী, তস্যাং তৎসমীপে পুষ্পিতে বনে প্রথমং চেরতুঃ॥ জী০ ৩-৪॥

২-৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেবও তাদৃশ কৃষ্ণবিচার অনুসরণ করত বলতে আরম্ভ করলেন—রুদ্রস্য ইতি যুগল শ্লোকে। **বারুণীং**—ক্ষীরোদসমুদ্র-মন্থন থেকে জাত মদ কিম্বা বরুণদেবের নির্মিত মদ—এই পদের দ্বারা 'মহামাদকত্ব' বলা হল। এই মদিরা পান করে বিহার করতে লাগল—কৈলাসোপবন মধ্যে যে মন্দাকিণী, তার নিকটস্থ পুষ্পিত বনে॥ জী০ ২-৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ গঙ্গায়াং চিক্রীড়তুঃ; কিং কৃত্বা? অন্তঃ প্রবিশ্য, অন্তঃ কথম্ভূতে? অম্ভোজ-বনানাং রাজির্যত্রেত্যব্যয়বিশেষণত্বেন নপুংসকত্বান্নুম্॥ জী০ ৪॥

৫। যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীব ণৌ সমবুধ্যত॥
৬। তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি পর্য্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ॥

৫। **অন্বয়** ঃ [হে] কৌরব (পরীক্ষিৎ) ভগবান্ দেবর্ষিঃ নারদঃ যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছয়া অকস্মাদেব) তত্র [আগতঃ সন্] [তৌ] দেবৌ (কুমারৌ) অপশ্যৎ ক্ষীবাণৌ (মদমত্তৌ) [ইতি চ, সমবুধ্যত (জ্ঞাতবান্)।

৬। **অন্বয়** ঃ তং (নারদং) দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতাঃ (লজ্জিতাঃ) বিবস্ত্রাঃ দেব্যঃ শাপশঙ্কিতাঃ শীঘ্রং বাসাংসি পর্যধুঃ (পরিদধিরে) বিবস্ত্রৌ গুহ্যকৌ (কুবেরপুত্রৌ) ন (বাসাংসি ন পরিহিতবন্তৌ)।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ হে কৌরব! সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের দুজনকে দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন এরা মদমত্ত।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ দেবর্ষিকে দেখে বিবস্ত্রা দেবীগণ লজ্জিতা ও শাপ শঙ্কিতা হয়ে তাড়াতাড়ি বস্ত্র পড়লেন কিন্তু বিবস্ত্র গুহ্যকদ্বয় দেবীদের আগ্রহ সত্বেও বস্ত্র পড়ল না।

---

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ গঙ্গায় বিহার করতে লাগলেন। কি করে? কমল-বনরাজিতে সুশোভিত গঙ্গার ভিতরে প্রবেশ করে॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ গঙ্গায়াং চিক্রীড়তুঃ কিং কৃত্বা অন্তর্ম্মধ্যে প্রবিশ্য কীদৃশে অম্ভোজানাং বনরাজির্যত্র তস্মিন্॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ গঙ্গায় বিহার করতে লাগলেন—কি করে? কমল বনরাজি সুশোভিত গঙ্গার ভিতরে প্রবেশ করে॥ বি০ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ত্বর্থে চকারো ভিন্নোপক্রমে; যদ্বা, অপশ্যৎ সম্যগবুধ্যত চেতি চকারান্বয়ঃ। যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া আগত ইতি শেষঃ। দেবর্ষিরিতি নিয়ন্তৃত্বং, ভগবানিতি দয়ালুত্বম্ ইতি বক্ষ্যমাণ-শাপানুগ্রহয়োর্যোগ্যতোক্তা। হে কৌরবেতি তত্র তস্য গমনাসম্ভবেঽপি আগমনাৎ কৌতুকেন সম্বোধনম্॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এখানে তু অর্থে 'চ' কার ভিন্ন উপক্রমে—অর্থাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গ আরম্ভে। অথবা দেখতে পেলেন **চ**—এবং মদমত্ত বলে বুঝতে পারলেন। **যদৃচ্ছয়া**—স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃ আগত। **দেবর্ষি**—এই পদে নিয়ন্তৃত্ব, **ভগবান্**—এই পদে দয়ালুত্ব—এইরূপে বক্তব্য শাপচ্ছলে অনুগ্রহ করণের যোগ্যতা বলা হল। **হে কৌরব**—শ্রীনারদের এই জলকেলিস্থলে গমন অসম্ভব হলেও যে তিনি গেলেন, তাই শ্রীশুকদেব কৌতুকে মহারাজকে সম্বোধন করলেন, 'হে কৌরব'॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবাণৌ মত্তৌ সমবুধ্যতেতি মত্তয়োরনয়োর্ম্মম কৃপা ন ফলবতী ভবিষ্যতীতি তয়োর্ম্মদাপনোদনার্থং দধ্যাবিতি ভাবঃ॥ বি০ ৫॥

৭। তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ॥

**৭। অন্বয় ঃ** শ্রীমদান্ধৌ মদিরামত্তৌ তৌ সুরাত্মজৌ দৃষ্ট্বা তয়োঃ অনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যং (দাতুং ইচ্ছন্) ইদং (বক্ষ্যমানং) জগৌ (উবাচ)।

**৭। মূলানুবাদ ঃ** দেবর্ষি সেই দেবপুত্রদ্বয়কে ঐশ্বর্যমদে ও মদিরায় মত্ত দেখে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য শাপ দানে ইচ্ছুক হয়ে এইরূপ বললেন, উচ্চকণ্ঠে।

---

**৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবার্ণৌ**—তাঁদের দেখে বুঝতে পারলেন, এরা মদমত্ত। মত্ত এদের প্রতি আমার কৃপা ফল দান করবে না, তাই এদের মত্ততা দূর করার জন্য উপায় স্থির করলেন॥ বি০ ৫॥

**৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গুহ্যকাবিতি তদা সাত্ত্বিকত্বাভাবেন দেবত্বহানেঃ কেবল-যক্ষতয়োপলক্ষিতৌ; এব-শব্দেন দেবীনামাগ্রহেণাপি ন পর্য্যধাত্তামিতি বোধ্যতে॥ জী০ ৬॥

**৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গুহ্যকাবিতি**—জলকেলিকালে সাত্ত্বিক ভাব না থাকায় দেবত্বহানি হেতু কেবল যক্ষভাব বিশিষ্ট। **নৈব**—এরা দুজন বস্ত্র পরলই না—এখানে 'এব' শব্দে বুঝা যাচ্ছে, দেবীরা বস্ত্র পরতে আগ্রহ করা সত্বেও এরা পরল না॥ জী০ ৬॥

**৭। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ** সুরাত্মজাবপি মদিরামত্তৌ যতঃ শ্রীমদেনান্ধৌ সদসদ্দৃষ্টি-হীনৌ; মদিরেত্যাদিবিশেষণদ্বয়ং শাপে, সুরেতি চানুগ্রহে হেতুর্বিবেচনীয়ঃ। তয়োরনুগ্রহার্থায় ইতি তৌ প্রতি স্বযোগ্যস্যানুগ্রহস্য যোঽর্থ উপশান্তি-ভগবদ্ভক্তি-ভগবৎসাক্ষাৎকারসম্বলনরূপঃ তস্মৈ; তং প্রাপয়িতুং স্থাবরত্বপ্রাপকং শাপং দাস্যন্ অনুগ্রহস্বভাবত্বাদেষাং। সোঽয়মনুগ্রহপরাপরাধং স্বশাপাদভিভূয় স্বরূপেণৈব পর্য্যবসিতঃ স্যাত্ততশ্চ তদ্রূপোঽর্থঃ স্বয়মেব ব্যক্তীভবতীতি ভাবঃ। তত্র চ সতি যৎ খলু বিশেষেণ বৃহদ্বনান্তর্ভাবি শ্রীমদ্ব্রজরাজদ্বার্য্যর্জ্জুনাখ্য গোপসখনাম-বৃক্ষতয়া জন্ম প্রাপতুঃ। যচ্চ যেন যেনাবতারেণ ইত্যাদিরীত্যা পরম-মোহিতলীল-শ্রীবালগোপালসাক্ষাৎকারাদিকং লেভাতে। তত্রেদং সম্ভাবয়ামঃ—তদানীং তেন শ্রীমদ্দেবর্ষিণা তু 'তোকেন জীবহরণং যদুলুকিকায়া' (শ্রীভা০ ২।৭।২৭) ইত্যাদিরূপো নিরর্গলকারুণ্যময়তল্লীলাগানং ক্রিয়-মাণমাসীদিতি তৎকারুণ্যতাদাত্ম্যাপন্ন-নিজানুগ্রহেণ তৎপর্য্যন্তোঽপ্যর্থো দত্ত ইতি জগৌ, তত্ত্বতোঽন্তঃকোপা-ভাবেন গাথারূপেণোচ্চৈঃ স্বয়মবোচৎ॥ জী০ ৭॥

**৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** দেবপুত্র হয়েও মদিরামত্ত এরা দুজন, কারণ ধনমদে অন্ধ—সৎ-অসৎ দৃষ্টিহীন। 'মদিরা' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় শাপের কারণ, আর 'দেবপুত্র' হয়েও যে আজ তাদের এই দুরবস্থা, এতে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ। **তয়োরণুগ্রহার্থায়**—কুবের পুত্রদ্বয়ের প্রতি দাতা শিরোমণি কৃষ্ণের নিজের যোগ্য অনুগ্রহের যা 'অর্থ'—সেই নিবৃত্তি, ভগদ্ভক্তি এবং ভগবৎসাক্ষাৎকার করা-

শ্রীনারদ উবাচ।

৮। ন হ্যন্যো জুষতে জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ॥

**৮। অন্বয় ঃ** শ্রীনারদ উবাচ—জোষ্যান্ (বিষয়ান্) জুষতঃ (সেব্যমান) জনস্য) শ্রীমদাৎ (ধনমদাৎ) অন্যঃ অভিজাত্যাদিঃ (উচ্চকুলে জন্মজনিত গর্ব্বঃ বিদ্যাজনিতগর্ব্বো বা) বুদ্ধিভ্রংশঃ রজোগুণঃ ন হি (নৈব ভবতি) যত্র (ধনমদে সতি) স্ত্রী (পরস্ত্রীসঙ্গঃ) দ্যূতং আসবঃ (মদ্যাদি পানঞ্চ স্বত এব সম্পদ্যতে)।

**৮। মূলানুবাদ ঃ** শ্রীনাবদ বললেন—প্রিয় বিষয় সকলের সেবায় রত জনের ধনগর্ব যেমন বুদ্ধি নাশ করে সৎকুলের বা বিদ্যার অভিমান তেমন করে না—এই ধনগর্ব থেকে স্ত্রীসঙ্গ-দ্যূতক্রীড়া-মদাশক্তি দোষ এসে উপস্থিত হয়।

---

বার জন্য (শাপ দিলেন)। এইরূপ পরম 'অর্থ' পাওয়াবার জন্য স্থাবরত্ব প্রাপক শাপ দানের ইচ্ছুক হয়ে (এইরূপ গীতাকারে বললেন)। এই কথার ভাব, সাধুদের অনুগ্রহ করাই স্বভাব বলে তাঁদের অনুগ্রহ পরের অপরাধকে নিজ শাপের দ্বারা নির্জিত করে দিয়ে নিজ স্বরূপেই অর্থাৎ অনুগ্রহস্বরূপেই পর্যবসিত হয় এবং এরূপ হলে অতঃপর উপশান্তি ভগবৎভক্তি ইত্যাদিরূপ 'অর্থ' ফল নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়, সেই ফল সেখানে বৃহৎবন মধ্যে শ্রীমদ্ ব্রজরাজের দ্বারে অর্জুন-গোপসখ নামক বিশেষ বৃক্ষ জন্মরূপে প্রকাশিত হোক এবং (শ্রীভা০ ১০।৭।১) "শ্রীভগবানের লীলাদি শ্রবণে প্রেমভক্তি লাভ হয়" ইত্যাদি অনুসারে পরমমঙ্গললীল শ্রীবালগোপাল সাক্ষাৎকারাদি রূপে প্রকাশিত হোক। সেই ফল আমি এদের সম্বন্ধে সম্ভাবিত করে তুলব, এই মনে করে তৎকালে শ্রীনারদ ঋষি "শিশু কৃষ্ণ পূতনাকে গোলকগতি দান করলেন, কুবের পুত্রদ্বয়কে প্রেমদান করলেন" ইত্যাদি যে নিরর্গল করুণাময় কৃষ্ণলীলা গাথা আছে (শ্রীভা০ ২।৭।২৭) শ্লোকে তা গাইতে আরম্ভ করলেন, এর সহিত তাদাত্ম প্রাপ্ত নিজ অনুগ্রহের দ্বারা প্রাপ্তির সীমা ব্রজপ্রেম পর্যন্ত কুবের পুত্রদ্বয়কে দেওয়া হয়ে গেল সহজ ভাবেই। তাই বলা হল **জগৌ**—গীতাকারে বললেন।—তত্ত্বত অন্তঃকোপ অভাবে গাথারূপে উচ্চ কণ্ঠে শ্লোকটি গাইলেন॥ জী০ ৭॥

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনুগ্রহস্য অর্থঃ ফলং ভগবৎসাক্ষাৎকারস্তদর্থং শাপং দাস্যন্নিতি যথা; অতিবৎসলঃ পিত্রাদিকোঽতিমধুরং ক্ষীরাদিকং ভোজয়িষ্যন্ পুত্রাদিকমতিনিদ্রাণমালক্ষ্য তন্নিদ্রাভঙ্গার্থং নখদ্বয়াঘাতং করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ।জগাবিত্যন্যেঽপি শ্রুত্বা স্বহিতং জানন্ত্বিতি ভাবঃ॥ বি০ ৭॥

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অনুগ্রহার্থায় ইতি**—অনুগ্রহের 'অর্থঃ' ফল ভগবৎসাক্ষাৎকার, তার জন্য শাপ দিতে ইচ্ছা করে—অতিবৎসল পিতামাতা পুত্রকে অতি মধুর ক্ষীরাদি ভোজন করাবার জন্য ইচ্ছা করত পুত্রাদিকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখে, তার নিদ্রা ভাঙ্গাবার জন্য যেমন নখের আঁচড় দেন ঠিক সেইরূপ এখানে বুঝতে হবে। **জগৌ**—উচ্চকণ্ঠে বললেন—অন্যেও শুনে নিজের মঙ্গল জানুক॥বি৭॥

৯। হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজারামৃত্যু নশ্বরম্॥

৯। **অন্বয়** ঃ যত্র (শ্রীমদেসতী) অজিতাত্মভিঃ (অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ) নির্দয়ৈঃ ইমং নশ্বরং দেহন্ অজরামৃত্যুঃ (অজরশ্চ অমৃত্যুশ্চ যথা তথা) মন্যমানৈঃ পশবঃ হন্যন্তে।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ আরও, নির্দয় অজিতেন্দ্রিয় এই সব লোক চোখের সম্মুখে জরা মৃত্যু দেখেও নিজেকে অজর অমর মনে করত শুধুমাত্র নিজ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য পশু বধ করে।

---

৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শ্রীমদেনান্ধং দৃষ্ট্বা শ্রীভ্রংশরূপং শাপং দাতুমাদৌ শ্রীমদং নিন্দতি—ন হীতি পঞ্চভিঃ। অভিজাতিঃ সংকুলং, তদুদ্ভব আভিজাত্যো মদঃ, আদি-শব্দাদ্বিদ্যাদিমদঃ; তথা চোক্তম্—'বিদ্যামদো ধনমদস্তথা চাভিজনো মদঃ। মদা এতৈরলিপ্তানাং ত এব হি সতাং দমাঃ॥' যত্র শ্রীমদে সতি স্বতএব সদ্যস্তেষাং প্রাপ্তেঃ, তেষাং কামক্রোধয়োর্মহাহেতুত্বাৎ। তয়োশ্চ—'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥' (শ্রীগী০ ৩।৩৭) ইত্যাদিনা নিন্দিত-ত্বেন শ্রীমদগীতাসুক্তত্বাৎ॥ জী০ ৮॥

৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ নলকুবের মণিগ্রীবকে ধনমদে অন্ধ দেখে ধন-নাশরূপ শাপ দেওয়ার ইচ্ছা করে প্রথমে ধনমদের নিন্দা করছেন—'ন হীতি' এই পাঁচটি শ্লোকে। **অভিজাতি**—সৎকুল—এর থেকে উঠে অভিজাত্য মদ। এখানে 'আদি' শব্দে বিদ্যাদি মদ। শাস্ত্রে দেখা যায়—"বিদ্যা মদ, ধনমদ এবং আভিজাত্য মদ—এই সব মদের দ্বারা অলিপ্ত সাধুদের এই অলিপ্ততাই ইন্দ্রিয় সংযম।" **যত্র**-যাদের ধনমদ আছে তারা স্বতঃই বিদ্যকুলাদি মদের দ্বারা কবলিত হয়ে পড়ে,আর এর থেকে এসে যায় কাম ও ক্রোধ। বিদ্যাকুলাদি রজোগুণের পরিণাম স্বরূপই হল কাম-ক্রোধ,এই হেতু গীতায় এর নিন্দা শুনা যায়, যথা—(শ্রীগী০ ৩।৩৭)—"রজঃগুণ থেকে উৎপন্ন দুষ্পার অতি কঠিন এই কামের তৃপ্তি সংবিধান করা সুকঠিন, কারণ তা অতি উগ্র—ক্রোধ কামেরই পরিণামস্বরূপ—অতএব এই কামকে মোক্ষ লাভের শত্রু বলে জানবে"॥ জী০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ জ্যোষ্যান্ প্রিয়বিষয়ান্ জুষতঃ সেবমানস্য পুংসঃ শ্রীমদাদন্য আভি-জাত্যাদির্বুদ্ধিভ্রংশকো হি নিশ্চয়েন ন ভবতি। যথা শ্রীমদঃ অবশ্যমেব বুদ্ধিং ভ্রংশয়তীত্যর্থঃ। অভিজাতিঃ সৎকুলং তদুদ্ভবঃ আদিশব্দদ্বিদ্যাদি মদঃ। রজোগুণোদ্ভবত্বাদ্রজো গুণঃ শ্রীমদে সতি যথা পাপানি জায়ন্তে তথা নান্যত্রেত্যাহ যত্রেতি চতুর্ভিঃ॥ বি০ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জ্যোষ্যান্**—প্রিয় বিষয় সমূহ **জুষতঃ**—সেবায় রত জনের ধনমদ থেকে অন্য আভিজাত্যাদি **বুদ্ধিভ্রংশঃ**—অধিক বুদ্ধিনাশক **হি**—নিশ্চয়ই হয় না—অর্থাৎ যেমন ধনমদ অবশ্যই বুদ্ধি নাশক হয়, তেমন আভিজাত্যাদি হয় না। 'অভিজাতি' সৎকুল থেকে উৎদ্ভুত হয়;

১০। দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥

১০। **অন্বয়** ঃ দেবসংজ্ঞিতং (দেবতাখ্যাযুক্তং) অপি (যৎ শরীরং) অন্তে (বিনাশে) কৃমিবিড্ ভস্মসংজ্ঞিতং (কীট্-বিষ্ঠা-ভস্মাদিরূপেণ পরিণতং ভবতি) [অতঃ] ভূতধ্রুক্ (জীবহিংসাপরায়ণো জনঃ) তৎ-কৃতে (নশ্বরদেহরক্ষার্থং) কিং স্বার্থম্ বেদ (জানাতি) যতঃ (ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ং (নরকঃ এব জায়তে)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ দেবতা বলে মান্য হলেও মরণের পর যা কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মরূপে পরিণত হয় সেই দেহের জন্য যে জন প্রাণি হিংসা করে সে নিজের মঙ্গল কিছুই জানে না, কারণ প্রাণি-হিংসা থেকে নরক প্রাপ্তি হয়।

---

আভিজাত্য অভিমান। 'আদি' শব্দে বিদ্যাদি মদ। ধনমদ রজোগুণ থেকে উঠে বলে এই রজোগুণ। ধনমদে থাকলে যেরূপ নানাবিধ পাপ এসে যায় তেমন অন্যত্র আসে না—এই নানাবিধ পাপের কথা বলা হচ্ছে—'যত্র ইতি চারটি শ্লোকে॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ততশ্চ মহাপাপজনকং পরদ্রোহলক্ষণং সুদুষ্টং কর্ম্মাত্র ঘটত ইত্যাহ—হন্যন্ত ইতি। ভোজনসুখার্থং পশব ইতি সাক্ষাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারোঽপি নিরস্তঃ। নির্দ্দয়ৈ-রসদ্ভিঃ, যতোঽজিতেন্দ্রিয়ৈঃ, অতএব ইমং সাক্ষাজ্জরাদিধর্ম্মকমপি, তত্র চ প্রতিক্ষণ পরিণামিত্বেন নাশশীল-মপি অজরামৃত্যু বস্তিতি মন্যমানৈঃ। টীকায়াম্—অজরশ্চ যো দেহবিশেষঃ, পশ্চাদমৃত্যুরপ্যন্তঃ, তয়ো-র্দ্বন্দ্বৈক্যং, তদ্বন্মন্যমানৈরিত্যর্থঃ॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ আরও, ধনগর্ব থেকে মহাপাপজনক পরদ্রোহরূপ অতি দুষ্ট কর্ম এসে যায়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হন্যন্ত ইতি। **হন্যন্ত**—বধ করে, ভোজন সুখের জন্য। **পশব**—সাক্ষাৎ ভক্ষাভক্ষ বিচার নেই, যে কোনও পশু। **নির্দয়ৈঃ অজিতাত্মভিঃ ইত্যাদি**—এই লোক গুলো অসৎ বলেই অজিতেন্দ্রিয়—অতএব এই দেহ সাক্ষাৎ জরাদি ধর্মযুক্ত হলেও, প্রতিক্ষণ-পরিণামী ভাবযুক্ত বলে নাশশীল হলেও, তাকে অজর অমর বস্তু বলে মনে করে॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ জরামৃত্যুভ্যাং দৃষ্টাভ্যামপি ইমং দেহং ন নশ্বরং মন্যমানৈঃ॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই সব লোক চোখের সামনে জন্ম মৃত্যু দেখলেও এই দেহকে নশ্বর মনে করে না॥ বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ স্বস্য অর্থং হিতমিত্যর্থঃ॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **স্বার্থং**—নিজের মঙ্গল॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নরদেব ভূদেবসংজ্ঞিতমপি অন্তে মরণানন্তরং শ্বাদিভিরভক্ষিতং পুত্রা-দিভিরদগ্ধং চেৎ কৃমিসংজ্ঞিতং ভক্ষিতঞ্চেৎ বিট্সংজ্ঞিতং দগ্ধঞ্চেৎ ভস্মসংজ্ঞিতং ভবেৎ, তস্য দেহস্য কৃতে যো ভূতধ্রুক্, যতো ভূতদ্রোহাৎ॥ বি০ ১০॥

১১। দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥
১২। এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥

**১১। অন্বয় ঃ** দেহঃ কিম্ অন্নদাতুঃ (অন্নদানেন রক্ষকস্য) নিষেক্তুঃ (শুক্রনিষেকেন জনয়িতুঃ পিতুঃ) মাতুঃ (গর্ভধারিণ্যাঃ) মাতুঃ পিতুঃ বা (মাতামহস্য বা পুত্রিকা জননেন) বলিনঃ ক্রেতুঃ (ক্রয়কর্ত্তুঃ) অগ্নেঃ বা শুনঃ (ভক্ষকস্য কুক্কুরস্য বা) স্বং (অধিকৃত বস্তু ভবতি)।

**১২। অন্বয় ঃ** ঋতে অসতঃ (দুর্জনান্ বিনা) কঃ বিদ্বান্ (কো বা বুদ্ধিমান্ জনঃ) এবং সাধারণং অব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ং (প্রকৃতের্জ্জাতম্ অন্তে তস্যামেব লীনীভবিষ্যন্তং) দেহং আত্মসাৎ কৃত্বা জন্তূন্ হন্তি।

**১১। মূলানুবাদ ঃ** এই দেহটা কি নিজের সম্পত্তি, কি অন্নদাতার, কি পিতামাতার, কি মাতামহের, কি বলবানের, কি অগ্নি বা কুকুরের—কিছুই ঠিক করা যায় না।

**১২। মূলানুবাদ ঃ** এই প্রকার বেওয়ারিস দেহকে, যার জন্ম প্রকৃতি থেকে লয়ও তাতেই, নিজের বলে স্বীকার করে দুর্জন বিনা কোন্ ব্যক্তি জীব হিংসা করে থাকে।

---

**১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দেবসংজ্ঞিতম্**—নরশ্রেষ্ঠ বা রাজচক্রবর্তী যাই হোক না কেন মরবার পর যদি কুকুরে না খায়, পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন পুড়িয়ে না দেয়, তবে **কৃমিবিড়্**—এই দেহ কৃমিতে পরিণত হবে, আর যদি কোন জীবজন্তু খেয়ে নেয়, তবে পরিণত হবে বিষ্ঠায়, আর পুড়িয়ে দিলে ভস্মে পরিণত হবে। এইরূপ দেহের জন্য যে ভূতহিংসুক হয়, সে নিজের মঙ্গল কিছুই জানে না—**যতঃ**—ভূতদ্রোহ থেকে, (মানুষ নিরয়গামী হয়) ॥ বি॰ ১০ ॥

**১১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** দেহে মমতানির্দ্ধারণমপি ন ঘটতে, বহুবিপ্রতিপত্তেরিত্যাহ—দেহ ইতি। স্ব ধনং স্বীয়মিত্যর্থঃ; বলিনঃ বলাদ্বিষ্ট্যাদ্যর্থং গৃহ্নতঃ; এব শব্দস্যাপি পূর্ব্বেরপ্যন্বয়ঃ। ক্রেতুর্বা বলিনোঽগ্নেরিতি বা বলিনঃ, ক্রেতুরগ্নেরিতি বা পাঠঃ ॥ জী॰ ১১ ॥

**১১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এই দেহটা কার, তাও নির্ধারণ করা যায় না, কারণ বহু বিরোধ এসে যায়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহ ইতি। **স্বং**—নিজের ধন। **বলিনঃ**—বল প্রয়োগে, বিষ্ঠাদি রূপে পরিণত করার জন্য গ্রহণকারীর কি? এখানে পাঠান্তর আছে—ক্রেতুর্বা বলিনোঽগ্নেরিতি ॥ জী॰ ১১ ॥

**১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেহে মমতা নির্দ্ধারণমপি ন ঘটতে বহুবিপ্রতিপত্তেরিত্যাহ—দেহ ইতি। নিষেক্তুং পিতুঃ স্বং ধনম্। মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য বা পুত্রিকাকরণে সতি। বলিনো বলাদ্বিষ্ট্যার্থং গৃহ্নতঃ ॥ বি॰ ১১ ॥

**১৩। অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।**
**আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥**

**১৩। অন্বয় ঃ** শ্রীমদান্ধস্য (ধনমদেন বিচারদৃষ্টিরহিতস্য) অসতঃ (দুর্জ্জনস্য) দারিদ্র্যং পরম্ অঞ্জনম্ (অন্ধতানিবরকং মহৌষধং) পরং (কেবলং) দরিদ্রঃ আত্মৌপম্যেন (আত্মসাম্যেন) ভূতানি ঈক্ষতে (পশ্যতি)।

**১৩। মূলানুবাদ ঃ** ধন-মদে অন্ধ অসাধু ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য একমাত্র অঞ্জন, কারণ দরিদ্র ব্যক্তি নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় অন্যের সুখ দুঃখ বুঝতে পারে, তাই অন্যকে দুঃখ দিতে যায় না।

---

**১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই দেহটা কার, তাও নির্ধারণ করা যায় না, কারণ বহু বিরোধ এসে যায়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহ ইতি। **নিষেক্তুঃ**—পিতার **স্বং**—ধন। **মাতুঃ পিতুঃ** অথবা মাতামহের—কন্যার জন্মসূত্রে দৌহিত্রের উপর দেহে অধিকার॥ বি০ ১১॥

**১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেন দেহং সাধারণমপি বিদ্বান্ জানন্ তথাঽব্যক্তং প্রধানবং কারণাবস্থায়ামবিবিক্তং ভূতপঞ্চকং তত্র প্রভবাপ্যয়ৌ যস্য ইত্যাপাতমাত্র প্রতীতমপি জানন্ কো নাম তমাত্মত্বেনাঙ্গীকৃত্য জন্তূন্ হন্তি, ন কোঽপি; অসন্তস্তু জানন্তোঽপি ঘ্নন্তীত্যর্থঃ॥ জী০ ১২॥

**১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে পূর্বোক্ত প্রকারে দেহটা সাধারণের সম্পত্তি, এরূপ জেনেও; তথা **অব্যক্তং**—বিশ্বের উপাদান মায়ার বৃত্তি প্রধানবৎ কারণ অবস্থাতে যে অবিভক্ত ভূত পঞ্চক (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম), সেই অব্যক্ত পঞ্চভূত থেকে জন্ম ও তাতেই লয় যে দেহের—কাজেই দেহটা আপাতমাত্র প্রতীত। এ জেনেও কোন্ জন উহাকে নিজের বলে অঙ্গীকার করে পশু হত্যা করে—কেউ করে না। একমাত্র অসৎ ব্যক্তিগণই সব জেনেও পশু হত্যা করে॥ জী০ ১২॥

**১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অব্যক্তাৎ প্রভবস্তস্মিন্নেবাপ্যয়ো যস্য তম্। আত্মসাৎকৃত্বা আত্মত্বেনাঙ্গীকৃত্য অসতোঽজ্ঞান্ বিনা॥ বি০ ১২॥

**১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্**—বিশ্বের উপাদান মায়াবৃত্তি প্রধান থেকেই এই দেহের জন্ম, এতেই লয়। একে নিজ বলে অঙ্গীকার করত পশু হত্যা কে করে, একমাত্র **অসতো**—অজ্ঞান বিনা॥ বি০ ১২॥

**১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অহো-বতাসাধোরন্যস্যান্যথাপি কথঞ্চিদ্ধিতং স্যাৎ, শ্রীমদান্ধস্য ত্বসাধোর্দারিদ্র্যেণৈবেত্যাহ—অসত ইত্যাদি। পরমঞ্জনমিতি নিদানবিপর্য্যয় ন্যায়েন॥ জী০ ১৩॥

**১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো, হায় হায়, অন্য অসাধুর অন্য প্রকারেও কথঞ্চিৎ মঙ্গল হয়, কিন্তু ধনগর্বে মত্ত অসাধুর মঙ্গল তো একমাত্র দারিদ্র্যের দ্বারাই হতে পারে। এই

**১৪। যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।**
**জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ॥**

**১৪। অন্বয় ঃ** লিঙ্গৈঃ (মুখম্লানাদি চিহ্নৈঃ) জীব সাম্যং গতঃ (সর্ব্বেষু জীবেষু সমত্বং প্রাপ্তঃ) কণ্টকবিদ্ধাঙ্গঃ জন্তোঃ (অপরস্য) তাং ব্যথাং যথা ন ইচ্ছতি তথা অবিদ্ধকণ্টকঃ (অবিদ্ধঃ কণ্টকঃ যস্যঃ সঃ পরবেদনাং নানু ভবতি ইত্যর্থঃ)।

**১৪। মূলানুবাদ ঃ** যাঁর অঙ্গে কাঁটা ফুটেছে, সেই অপরের মুখ-ম্লানাদি দেখে পূর্বানুভূত নিজ ব্যথার সদৃশ ব্যথা তথায় অনুমান করে, কাজেই সে আর কোনও প্রাণীরই সেই ব্যথা ইচ্ছা করে না। কিন্তু যার অঙ্গে কখনও-ই কাঁটা ফোটে নি সে অপরের কাঁটা-ফোটার দুঃখ বুঝতে পারে না।

---

আশয়ে বলা হচ্ছে—অসত ইত্যাদি। **দারিদ্র্যমেব পরমঞ্জনম্**—দারিদ্র্যই একমাত্র অঞ্জন—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নিদান-বিপর্যয় ন্যায় অনুসারে—'নিদান' শব্দে মূল, 'বিপর্যয়' উল্টা। এখানে মূল হল ধন, আর তার উল্টা হল ধন হীনতা—দারিদ্র্য॥ জী০ ১৩॥

**১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রীমদরোগপ্রতীকারং নিশ্চিনোতি—অসত ইতি। পরং কেবলম্॥

**১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ধনমদ-রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে—অসত ইতি। **পরমঞ্জনম্**—একমাত্র অঞ্জন॥ বি০ ১৩॥

**১৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** যতো যথেতি। জন্তোঃ কস্যচিদপি প্রাণিনস্তাং কণ্টক-বেধকৃতাং নেচ্ছতি, তস্য সা ভবত্বিতি ন বাঞ্ছতীত্যর্থঃ। যতো লিঙ্গৈর্মুখম্লান্যাদিভির্জীবস্য তস্য সাম্যং নিজ-দুঃখানুস্মরণাৎ কৃপোদয়েন তুল্যাবস্থত্বং গতঃ প্রাপ্তো ভবতি। অবিদ্ধকণ্টকঃ কণ্টকেনাবিদ্ধ ইত্যর্থঃ। রাজ-দন্তাদিবৎ পরনিপাতঃ; যদ্বা, অবিদ্ধঃ অলগ্নঃ কণ্টকো যত্র সঃ॥ জী০ ১৪॥

**১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কারণ, যথা কণ্টকবিদ্ধ ইত্যাদি। **জন্তোঃ**—কোনও প্রাণীরই **তাং**—কণ্টক বিঁধনের **ব্যথাম**—ব্যথা **নেচ্ছতি**—ইচ্ছা করে না - অর্থাৎ তার হউক, এরূপ ইচ্ছা করে না। কারণ, **লিঙ্গৈঃ**—(মুখম্লানাদি) লক্ষণের দ্বারা **জীবসাম্যং**—সেই জীবের 'সাম্যং' তুল্য-অবস্থা **গতে**—প্রাপ্ত হয়—এর কারণ নিজ দুঃখস্মৃতি হেতু কৃপোদয়। **অবিদ্ধকণ্টকঃ**—যার অঙ্গে কখনও ই কাঁটা ফোটে নি সেই জন; অথবা যার অঙ্গে কণ্টক ফুটে নেই সেই জন॥ জী০ ১৪॥

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** লিঙ্গৈর্মুখম্লান্যাদিভির্দৃষ্টৈর্জীবে পরস্মিন্ সাম্যং গতঃ। পূর্ব্বানুভূত-ব্যথাসাদৃশ্যং তত্রানুমিমান ইত্যর্থঃ। অবিদ্ধকণ্টকঃ কণ্টকেনাবিদ্ধঃ রাজদন্তাদিঃ॥ বি০ ১৪॥

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ লিঙ্গৈঃ** মুখম্লানাদি দেখে অপর জীবে সাম্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বে অনুভূত নিজ ব্যথার সাদৃশ্য তথায় অনুমান করে। **অবিদ্ধ কণ্টক**—যার কখনও-ই কাঁটা ফুটে নি॥ বি০ ১৪॥

১৫ দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥
১৬। নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥

**১৫। অন্বয় ঃ** দরিদ্রঃ সর্ব্বমদৈঃ (সর্ব্বচিত্ত বিক্ষেপৈঃ) মুক্তঃ নিরহংস্তম্ভঃ (নির্গতঃ অহঙ্কাররূপঃ স্তম্ভঃ যস্মাৎ সঃ ভবতি) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি এব) যদৃচ্ছয়া (প্রারব্ধবশেন যৎকিঞ্চিৎ) কৃচ্ছ্রং আপ্নোতি তৎ হি তস্য পরং তপঃ।

**১৬। অন্বয় ঃ** নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য (ক্ষুধাদিনা জীর্ণকলেবরস্য) অন্নাকাঙ্ক্ষিণঃ দরিদ্রস্য ইন্দ্রিয়াণি অনুশুষ্যন্তি হিংসা অপি (পড়পীড়নাদিপ্রবৃত্তিরপি) বিনিবর্ত্ততে (বিরত ভবতি)।

**১৫। মূলানুবাদ ঃ** ধনকুলাদির গর্বজনিত ঔদ্ধত্য ও সকল চিত্তবিক্ষেপ(মহৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে) মুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি স্বভাবতই অন্নাভাবে যে কষ্ট পায়, তাই তার পরম তপস্যা হয়ে যায়।

**১৬। মূলানুবাদ ঃ** নিত্য অন্নাভাব ও ক্ষুধায় জীর্ণ-দেহ দরিদ্রের ইন্দ্রিয় সকল বিষয়রস থেকে নিবৃত্তি হয়ে যায়, অতএব হিংসারও নিবৃত্তি হয়।

---

**১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অহঙ্কারেণ ধনিত্বাদিগর্ব্বেণ যস্তম্ভো নম্রত্বাভাবঃ, স নির্গতো যস্মাৎ; অতঃ সর্ব্বৈর্ধনাদিসম্বন্ধিভির্মদৈশ্চিত্তবিক্ষেপৈর্মুক্তো ভবতি। কিঞ্চ, অন্নাদ্যভাবেন যদৃচ্ছয়া স্বভাবত এব প্রাপ্নোতি যত্তত্তপ ইত্যভিমান-নাশকত্বাৎ, তচ্চ পরং শ্রেষ্ঠমিতি প্রসিদ্ধতপোবদভিমানা-হেতুত্বাৎ॥ জী০ ১৫॥

**১৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিরহংস্তম্ভো**—অহঙ্কার হেতু—আমি ধনী, এইরূপ গর্বে যে 'স্তম্ভো' নম্রতার অভাব, তা চলে যায় যার ভিতর থেকে সেই হল, নিরহংস্তম্ভো। অতএব এই ধনাদি সম্বন্ধী গর্ব হেতু যে সকল চিত্তবিক্ষেপ, তার থেকে দরিদ্র মুক্ত। আরও, অন্নাদি অভাবে **যদৃচ্ছয়া**—স্বভাবতই যে ক্লেশ পায়, তা তপস্যা হয়ে যায়—অভিমান-নাশকতা হেতু। এই তপস্যাও **পরং**—শ্রেষ্ঠ তপস্যা—প্রসিদ্ধ তপের মতো এতে অভিমান আসে না, তাই শ্রেষ্ঠ॥ জী০ ১৫॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দারিদ্র্যে সতি মোক্ষসাধনানি স্বতএব ভবন্তীত্যাহ—দরিদ্র ইতি ত্রিভিঃ। অহঙ্কারেণ ধনিত্বাদিগর্ব্বেণ যঃ স্তম্ভঃ নম্রত্বাভাবঃ স নির্গতো যস্মাৎ সঃ। সর্ব্বমদৈর্মুক্ত ইতি দরিদ্রস্য সর্ব্বৈরনাদৃতত্বাৎ সৎকুলমদাদয়োঽপি প্রায়ো নশ্যন্তীতি ভাবঃ॥ বি০ ১৫॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দারিদ্র্য দশা এলে মোক্ষ সাধন সমূহ স্বতঃই হয়ে যায়—এই আশয়ে 'দরিদ্র ইতি' তিনটি শ্লোক। **নিরহংস্তম্ভো**—আমি ধনী আমি কুলিন প্রভৃতি বলে যে গর্ব সেই হেতু যে **স্তম্ভঃ**—নম্রতার অভাব, তার থেকে মুক্ত দরিদ্র অর্থাৎ ধন কুলাদির গর্বজনিত ঔদ্ধত্যমুক্ত (দরিদ্র)

**১৭। দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ**
**সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তৎ তর্ষং তত আরাদ্বিশুধ্যতি ॥**

**১৭ অন্বয় ঃ** সমদর্শিনঃ (সর্বত্র সমভাবাপন্নাঃ) সাধবঃ দরিদ্রস্য এব যুজ্যন্তে (স্বত এব সঙ্গচ্ছন্তে) সদ্ভিঃ তং তর্ষং (বিষর তৃষ্ণাং) ক্ষিণোতি (নাশয়তি) ততঃ চ আরাৎ (শীঘ্রং) বিশুদ্ধ্যতি।

**১৭। মূলানুবাদ ঃ** সমদর্শী সাধুগণের একমাত্র দরিদ্রের সঙ্গেই অনায়াসে মিলন হয়ে যায়। সাধুসঙ্গের গুণে দরিদ্রের বিষয় তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—শীঘ্র বিশুদ্ধ হয়ে যায় (যথা সময়ে প্রেমভক্তি লাভ করে)।

---

**সর্বমদৈর্মুক্তঃ**—সর্বঔদ্ধত্যমুক্ত—সকলের দ্বারা অনাদৃত হওয়া হেতু দরিদ্রের সৎকুল গর্বাদিও প্রায় নাশ প্রাপ্ত হয়, এরূপ ভাব ॥ বি০ ১৫ ॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তস্যেন্দ্রিয়জয়াদিকং চ তপঃসাধ্যমপি, অতো ভবতীত্যাহ—নিত্যমিতি। অন্নকাঙ্ক্ষিণঃ ভক্ষ্যমাত্রেচ্ছোঃ অনু নিরন্তরং শুষ্যন্তি বিষয়রসাদুপরমন্তীত্যর্থঃ; অতএব হিংসা বিষয়োপভোগার্থ-পরপীড়নাদিলক্ষণাপি উপরমতি এবং শ্রীমদাদজিতাত্মতা, ততশ্চ হিংসাদিকং, তদ্বিপরীতে তু দারিদ্র্যে হিংসাদিনিবর্ত্তকং জিতাত্মত্বমিত্যুক্তম্ ॥ জী০ ১৬ ॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাবাদ ঃ** আরও, এই দরিদ্রের যে ইন্দ্রিয়-জয়াদির কথা বলা হল, তা সাধারণতঃ তপস্যা লব্ধ হলেও—এই দারিদ্র্য থেকেও উহা হয়, তাই বলা হচ্ছে—নিত্যম্ ইতি। **অন্নকাঙ্ক্ষিণঃ**—ভক্ষ্যমাত্র-ইচ্ছুর ইন্দ্রিয় সকল। **অনু**—নিরন্তর **শুষ্যন্তি**—বিষয়রস থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতএব **হিংসা**—বিষয় ভোগার্থ—পরপীড়নাদিস্বরূপ হিংসা **বিনিবর্ত্ততে**—নিবৃত্ত হয়ে যায়। এইরূপে এখানে বলা হল, ধনগর্ব হেতু আসে অজিতেন্দ্রিয় ভাব ও অতঃপর হিংসা প্রভৃতি, আর তৎবিপরীত দারিদ্র্যে আসে হিংসাদি নিবর্তক ও জিতেন্দ্রিয় ভাব ॥ জী০ ১৬ ॥

**১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** কিঞ্চ, সৎসঙ্গত্যা চায়ং কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—দরিদ্রস্যৈবেতি। সাধবোঽপি দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে—প্রযত্নং বিনাপি মিলিতা ভবন্তি, উভয়েষামপি বিবিক্তসঞ্চারাদিতি ভাবঃ। এবকারান্ন তু ধনিনাং তেষাং জনসংঘট্টপ্রায়ে তদ্বাসে দুর্ঘটগমনত্বাদিতি ভাবঃ। ন চান্যলোকবত্তেরপি দরিদ্রস্যায়োগো ধনিনো যোগশ্চ যত্নেনাপদ্যত ইত্যাহ—সমং ধনহানিলাভয়োস্তুল্যং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে; ততঃ সদ্ভির্যুজ্যমানমাত্রৈর্হেতুভিস্তন্মন্যবিষয়কমপি সর্ব্বং তর্ষং স্বয়ং দরিদ্র এব ক্ষিণোতি। আরাৎ শীঘ্রং, হি নিশ্চিতম্ ॥ জী০ ১৭ ॥

**১৭। শ্রীজীব-তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এই দরিদ্র সৎসঙ্গের দ্বারা কৃতার্থ হয়ে থাকে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দরিদ্রস্যৈব ইতি। **সাধবঃ**—সাধুগণ **দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে**—একমাত্র দরিদ্রের সঙ্গেই প্রযত্ন বিনাই মিলিত হয়ে যায়—উভয়েরই সম্পর্কহীন ভাবে চলাচল হেতু, এরূপ ভাব। এখানে

**১৮। সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্।**
**উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥**

**১৮। অন্বয় ঃ** মুকুন্দচরণৈষিণাং (ভগবৎপাদপদ্মাভিলাষিণাং) সমচিত্তানাং সাধূনাং ধনস্তম্ভৈঃ (ধনগর্ব্বিতৈঃ) অসদাশ্রয়ৈঃ উপেক্ষ্যৈঃ (ত্যাজ্যৈঃ) অসদ্ভিঃ (দুষ্টৈঃ ধনিভিঃ) কিং (কিং প্রয়োজনম্)।

**১৮। মূলানুবাদ ঃ** ধনগর্বে গর্বিত, অবৈষ্ণব, অবৈষ্ণবসেবী, উপেক্ষার যোগ্য ধনিব্যক্তিগণকে দিয়ে সমচিত্ত মুকুন্দচরণাভিলাষী সাধুগণের কি প্রয়োজন ?

---

'এব' কার দেওয়াতে বুঝা যাচ্ছে—ধনীর সঙ্গে মিলন হয় না, কারণ জনসংঘট্টপ্রায় ধনীর গৃহে সাধুদের গমন দুর্ঘট, এইরূপ ভাব। আরও, অন্য লোকের মত সাধু দরিদ্রের সঙ্গে অমিলন ও ধনীর সঙ্গে মিলনের জন্য যত্ন করে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**সমদর্শিনঃ**—সমদর্শী সাধু, ধনের হানি লাভে তুল্য দর্শনই যাঁদের স্বভাব সেই সাধুগণ। অতঃপর সাধুর সঙ্গে যে মিলন একমাত্র এই কারণ হেতুই সকল বিষয়-তৃষ্ণা দরিদ্র স্বয়ংই ক্ষয় করে থাকে। **আরাৎ**—শীঘ্র। **হি** নিশ্চয়ে॥ জী০ ১৭॥

**১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নচ দরিদ্রস্যৈকা তৃষ্ণৈব সর্ব্বদোষময়ীতি বাচ্যং, তস্যা অপি প্রতীকারসম্ভবাদিত্যাহ—দরিদ্রস্যেবেতি। ধনিত্বদারিদ্র্যয়োস্তুল্যদর্শিত্বেনোভয়গৃহান্ কৃপয়া গচ্ছন্তোঽপি সাধবো দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে দরিদ্রেণৈব তদ্বন্দনসম্ভাষণসম্বাদাদিসম্ভবাৎ তস্যৈব তে স্বয়ং সংযোগজনিত ফলদায়কা ভবন্তীত্যর্থঃ। নতু ধনিনো মদান্ধস্য অত্রানয়োঃ সন্নিধৌ বর্ত্তমানোঽহমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ততশ্চ সদ্ভিঃ সৎসংযোগমহিম্নৈব তং তর্ষং তৃষ্ণাং দরিদ্রঃ স্বয়মেব ক্ষিণোতি ক্ষিণীকরোতি। তৎকৃপালব্ধস্য ভক্ত্যমৃতস্য তৃষ্ণাহরস্বভাবত্বাৎ অতএব পূর্ব্বমুক্তং কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতীতি কৃচ্ছ্রস্য যাদৃচ্ছিকত্বং নতু কর্ম্মজনিতত্বং ভক্তস্য কর্ম্মানঙ্গীকারাৎ॥ বি০ ১৭॥

**১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দরিদ্রের এক বিষয়-তৃষ্ণাই তো সর্বদোষময়ী, এ কথাও বলতে পার না; কারণ তারও প্রতিকার সম্ভব। এই আশয়ে—দরিদ্রস্য এব ইতি। সাধুগণ ধনী দরিদ্রে তুল্যদর্শী বলে উভয়ের গৃহে কৃপাপূর্বক গেলেও দরিদ্রের সঙ্গেই তার সংযোগ হয়—দরিদ্রেরই সাধুর বন্দন সম্ভাষণাদি সম্ভব বলে তাঁরই সম্বন্ধে সঙ্গ জনিত ফলদায়ক হয়ে থাকেন সাধুগণ—মদান্ধ ধনীর সম্বন্ধে নয়। এ বিষয়ে প্রমাণ তো, তোমাদের নিকটে উপস্থিত এই আমিই, এইরূপ ভাব। **সদ্ভিঃ**—সৎসঙ্গের মহিমাতেই সেই তৃষ্ণা দরিদ্র নিজেই ক্ষয় করে থাকে—ভক্তকৃপালব্ধ ভক্তিরূপ অমৃতের তৃষ্ণাহর স্বভাব থাকায়। অতএব পূর্বের ১৫ শ্লোকে বলা হয়েছে যদৃচ্ছাক্রমে ক্লেশ পায়—'যদৃচ্ছয়া' মহৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে, ইহা প্রারব্ধ কর্মজনিত ক্লেশ নয়, কারণ ভক্তের কর্ম স্বীকৃত নয় বি০ ১৭॥

**১৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্বু সাধুভির্মা ক্রিয়তাং স্বলাভার্থং ধনিযোগে যত্নঃ, অনুগ্রহার্থং তু ক্রিয়তাম্, তত্রাহ—সাধূনামিতি—এতে সাধবঃ সদাচারাস্তে তু যত্র স্ত্রী-দ্যূতমাসব ইতি দর্শনাদ-

**১৯। তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।**
**তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ।**

**১৯। অন্বয় ঃ** তৎ (তস্মাৎ) অহং মাধ্ব্যা বারুণ্যা মত্তয়োঃ শ্রীমদান্ধয়োঃ (ধনগর্বিতয়োঃ) স্ত্রৈণয়োঃ (কামিনী জনাসক্তয়োঃ) অজিতাত্মনোঃ তমোমদং (অজ্ঞানজন্যং মদং) হরিষ্যামি (দূরীকরিষ্যামি)।

**১৯। মূলানুবাদ ঃ** অতএব আমি বারুণী মদপাণে উন্মত্ত, ধনমদে গর্বিত, স্ত্রীলম্পট ওঅজিতেন্দ্রিয় এই গুহ্যকদ্বয়ের অজ্ঞানকৃত গর্ব দূর করব।

---

সন্তোঽসদাচারাঃ, এতে সমচিত্তা ধনিত্বাধনিত্বয়োঃ সমদৃষ্টয়ঃ, তে তু ধনগর্ব্বিতত্বেন তয়োর্বিষমদৃষ্টয়ঃ; এতে মুকুন্দচরণৈষিত্বেন তদেকাশ্রয়াঃ, তে তু বিষয়ৈষিত্বেনাসদাশ্রয়া ইত্যেবং প্রকৃতিবিরোধাদনভিরুচেরুপেক্ষ্যেস্তাদৃশযত্নময়ানুগ্রহাযোগ্যেস্তাদৃশানুগ্রহরূপং প্রয়োজনং কি স্যান্নৈবেত্যর্থঃ॥ জী০ ১৮॥

**১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সাধুগণ নিজের লাভের জন্য ধনিগণের সঙ্গ না করুক, কিন্তু অনুগ্রহ করবার জন্যও তো ধনিগণের সঙ্গ করতে পারেন—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—সাধূনাং ইতি। **সাধুনাং**—এই সাধুগণ সদাচার সম্পন্ন, আর অপর দিকে এই ধনিগণ স্ত্রী, জুয়া ও মদ নিয়েই পড়ে থাকে, এইরূপে অসদাচার সম্পন্ন। এই সাধুগণ **সমচিত্তানাং**—সমচিত্তা—এদের ধনী-দরিদ্রে সমদৃষ্টি, আর অপর দিকে ধনগর্বে গর্বিত বলে ধনিদের ধনী-দরিদ্রে বিষমদৃষ্টি। সাধুগণের একমাত্র **মুকুন্দচরণৈষিণাম্**—মুকুন্দচরণেই অভিলাষ থাকায় তাঁরা তদেকাশ্রয়ী, আর অপরদিকে বিষয় অভিলাষ থাকায় ধনিগণ অসৎ-আশ্রয়ী অর্থাৎ জড় বিষয় বস্তু ধন সম্পত্তি প্রভৃতি আশ্রয়ী। এইরূপে দুই-এর প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে **উপেক্ষ্যঃ**—সঙ্গের অভিরুচি না হওয়াতে এই ধনিগণ সাধুদের উপেক্ষা—তাদৃশ যত্নময় অনুগ্রহের অযোগ্য, কাজেই এই ধনিগণকে তাদৃশ অনুগ্রহ-করা রূপ প্রয়োজন কি থাকতে পারে? কিছুই না॥ জী০ ১৮॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নচ সাধূনাং ধনোপাধিকো ধনিকসংযোগঃ সম্ভবতীত্যাহ—সাধূনামিতি। ধনেন স্তম্ভো গর্ব্বো যেষাং তৈঃ। অসদ্ভিরবৈষ্ণবৈঃ অসদাশ্রয়ৈরবৈষ্ণবসেবিভিঃ তেন গর্ব্বরহিতা অদরিদ্রা বৈষ্ণবসেবিনো ধনিনোঽপি সাধুভিঃ সংযুজ্যন্ত এবেতি ভাবঃ॥ বি০ ১৮॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, ধন সম্পত্তি উপাধিযুক্ত ধনীর সঙ্গে সাধুদের মিলন সম্ভব নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সাধূনাম্ ইতি। **ধনস্তম্ভৈঃ**—ধনগর্বে গর্বিত। **অসদ্ভিঃ**—অবৈষ্ণব ও **অসদাশ্রয়ৈঃ**—অবৈষ্ণবসেবী ধনিব্যক্তি সাধুগণের উপেক্ষ্য। অপর পক্ষে গর্ব রহিত, ধনবান্, বৈষ্ণবসেবী ধনিরও সাধুগণের সঙ্গ হয়, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৮॥

**১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্বু মাধ্ব্যা মত্ততা ক্ষণাদপযাস্যতি, তত্রাহ—শ্রীমদান্ধয়োরিতি, শ্রীমদান্ধতায়াঃ স্থায়িত্বাদসকৃন্মাধ্বীপানেন মত্ততাপ্যনুবৎস্যত্যেবেত্যর্থঃ; অতএব স্ত্রৈণয়োঃ স্ত্রীলম্পটয়োঃ। ননূপভোগেন স্ত্রৈণতা শাম্যেৎ, নেত্যাহ—অজিতাত্মনোঃ অসংযমিত-মনসোরিতি॥ জী০ ১৯॥

২০। যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ॥
২১। অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥
২২। বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥

২০। **অন্বয়** ঃ যৎ ইমৌ লোকপালস্য (কুবেরস্য) পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ (মদিরামত্তৌ) সুদুর্মদৌ (পরমগর্ব্বিতৌ) আত্মানং বিবাসসং (বিবস্ত্রং) ন বিজানীতঃ (ন জ্ঞাতবন্তৌ)।

২১–২২। **অন্বয়** ঃ অতঃ মৎপ্রসাদেন এতৌ (নলকুবরমণিগ্রীবৌ) স্থাবরতাং (বৃক্ষত্বং) অর্হতঃ (প্রাপ্নুতং) যথা (বৃক্ষত্বপ্রাপ্তরূপদণ্ডভোগে সতি) পুনঃ এবম্ ন স্যাতাং। তত্র অপি মদনুগ্রহাৎ (মৎকৃপয়া) স্মৃতিঃ (এতজ্জন্মবৃত্তান্ত স্মরণং) স্যাৎ।

দিব্যশরচ্ছতে (দেবপরিমাণেন শতবৎসরে) বৃত্তে (অতিক্রান্তে সতি) বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধা ভূয়ঃ (পুনরপি) স্বর্লোকতাং লব্ধ-ভক্তী ভবিষ্যতঃ।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ যেহেতু এই মহাদুষ্ট গর্বীরা লোকপাল কুবেরের পুত্র হয়েও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়েছে, নিজেদের নগ্নতাও জানতে পারছে না।

২১ ২২। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব অপরাধ হেতু এরা বৃক্ষযোনী প্রাপ্ত হোক। এই বৃক্ষযোনী প্রাপ্ত হলেও যাতে আর পুনরায় এরা অপরাধে না পড়ে তার জন্য আমার প্রসাদে এদের পূর্ব জন্মের স্মৃতি থাকুক। এই স্মৃতি নিয়ে দেবমানে শতবৎসর থাকবার পর আমার অনুগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ব্রজপ্রেম প্রাপ্ত এরা দুজন পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হবে।

---

১৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা মদমত্ততা তো ক্ষণকালেই চলে যায়—এরই উত্তরে, **মদান্ধয়োঃ**—ধনগর্বের স্থায়িত্ব হেতু বার বার মদপানে মত্ততাও চলতেই থাকে, এই-রূপ ভাব। অতএব **স্ত্রৈনয়োঃ**-স্ত্রীলম্পট এদের। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা উপভোগের দ্বারা তো স্ত্রৈগতা সাম্য প্রাপ্ত হয়—এরই উত্তরে, না না তা হয় না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**অজিত আত্মনোঃ**—সংযমহীন মনা এদের॥ জী০ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তদনয়োর্গর্ব্বরোগস্য কাং চিকিৎসাং করোমীতি মনষি বিচার্য্য নিশ্চি-নোতি—তদহমিতি চতুর্ভিঃ। মাধ্ব্যা মধুমধ্যা তমোঽজ্ঞানং॥ বি০ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতএব এদের গর্বরোগের কি চিকিৎসা করবো? মনে মনে

এইরূপ বিচার করে রোগের চিকিৎসা স্থির করলেন—'তদহং' ইত্যাদি চারটি শ্লোকে—**মাধ্ব্যা**—মধুময়ী। **তমো**—অজ্ঞান ॥ বি০ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পুত্রৌ ভূত্বাপি তমোগুণব্যাপ্ত্যৌ, ন কেবলমজ্ঞানেন নগ্নৌ, কিন্তু মদেন; মদ্যবজ্ঞয়াপীত্যাশয়েনাহ—সুদুর্ম্মদাবিতি। 'অস্য বটোরগ্রে নগ্নত্বে কো বা দোষঃ'? ইতি মহাদুষ্টমদাদিত্যর্থঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** লোকপালের পুত্র হয়েও তমোগুণে আচ্ছন্ন। কেবল যে অজ্ঞানতা বশতঃ নগ্ন, তাই নয়, কিন্তু গর্ববশতঃ আমার প্রতি অবজ্ঞায়ও নগ্ন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**সুদুর্ম্মদৌ**—অতিশয় গর্বিত, এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে নগ্ন হলে আর দোষের কি আছে, মহাদুষ্ট গর্ব হেতু মনের এইরূপ ভাব ।। জী০ ২০ ।।

২১-২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অত ইতি যুগ্মকম্। অতো নিজকর্ম্মদোষাদেবেত্যর্থঃ। স্থাবরতাং বৃক্ষযোনিমর্হতঃ, তমঃপ্লুতত্বেন স্থাবরতুল্যত্বাৎ। অতঃ স্থাবরত্বেন পরমদারিদ্র্যে সতি এবমদৃশৌ পুনর্ন স্যাতাম্। নন্বু স্থাবরত্বং বহূনাং বর্ত্ততে, নৈতাবতা শিক্ষা স্যাৎ, তত্রাহ—স্মৃতিঃ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তস্মরণম্, অতএব সদা ভগবৎপ্রিয়াণাং ব্রজজনানাং সেবা চ তাভ্যাং কৃতা; তথা চ হরিবংশে—'যৌ তাবর্জ্জুনবৃক্ষৌ তু ব্রজে সত্যোপযাচনৌ' ইতি ॥

বাসুদেবস্য ময়ি যোঽনুগ্রহস্তস্মাত্তস্যৈব সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছত ইতি তাবৎকাল এব শ্রীভগবদবতারাৎ। লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ইতি ভক্তিরসিকানাং ভক্তিব্যতিরিক্তাশীরস্ফূর্ত্তেঃ। লব্ধেতি—ভক্তেঃ স্থিরতাং বোধয়তিঃ ॥ জী০ ২১-২২ ।।

২১-২২ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণা টীকানুবাদ ঃ** অতো—অতএব ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। অতো অর্হত ইত্যাদি—নিজ কর্মদোষই বৃক্ষযোনী প্রাপ্তির যোগ্য, কারণ তমোগুণে আচ্ছন্ন বলে এরা বৃক্ষতুল্য। 'স্যাতাং নৈব ইত্যাদি'—স্থাবরতা দ্বারা মহা দীন অবস্থায় পড়ে গেলে পুনরায় আর এরূপ হবে না। পূর্বপক্ষ, বহু বৃক্ষই তো স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কৈ তাদের তো কোন শিক্ষা হচ্ছে না। এরই উত্তরে, স্মৃতিঃ—পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ থাকবে এদের, অতএব সদা ভগবৎপ্রিয় ব্রজজনদের সেবাকৃত হবে এদের দিয়ে। হরিবংশে এইরূপ আছে, যথা—"এই নলকুবের মণিগ্রীব অর্জ্জুনবৃক্ষ রূপে ব্রজে থেকে ব্রজজনদের সেবা প্রার্থনা করবে।"

আমাতে বাসুদেবের যে অনুগ্রহ, সেই হেতু তারই সান্নিধ্য লাভ করে **দিব্যশরচ্ছতে**—দেবমানে শতবৎসর গত হলে, কারণ সেই সময়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার। **লব্ধভক্তী ভবিষ্যতে**—লব্ধভক্তি হবে—এইরূপে আশীর্বাদ করার কারণ ভক্তিরসিকগণের ভক্তি-ব্যতিরিক্ত আশীর্বাদ স্ফূর্তি লাভ করে না। লব্ধা ইতি—ভক্তির স্থিরতা বোঝান হল ॥ জী০ ২১-২২ ।।

**শ্রীশুক উবাচ।**

**২৩। এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্।**
**নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জ্জুনৌ।**

**২৪। ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ।**
**জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জ্জুনৌ॥**

**২৩। অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—সঃ দেবর্ষিঃ (নারদঃ) এবম্ উক্ত্বা (পূর্ব্বোক্তং বাক্যং কথয়িত্বা) নারায়ণাশ্রমং গতঃ। নলকুবর—মণিগ্রীবৌ যমলার্জ্জুনৌ আসতুঃ (বভূবতুঃ)।

**২৪। অন্বয় ঃ** হরিঃ ভাগবতমুখ্যস্যঋষেঃ (দেবর্ষির্নারদস্য) বচঃ (বাক্যং) সত্যং কর্ত্তুং যত্র (যস্মিন্ নন্দরাজ প্রাঙ্গনৈকদেশে) যমলার্জ্জুনৌ স্তঃ (আসতে) তত্র শনকৈঃ (মৃদুগত্যা) জগাম (গতবান্)।

**২৩। মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলে বদরিকা আশ্রমে গমন করলেন। নলকুবর-মণিগ্রীব ব্রজমণ্ডলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করল।

**২৪। মূলানুবাদ ঃ** ভাগবত প্রধান দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করবার জন্য শ্রীহরি ধীরে ধীরে সেই স্থানে গমন করলেন, যেখানে সেই যমলার্জুন অবস্থান করছিল।

---

**২১–২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্থাবরতামিতি নিরাবরণয়োঃ স্তব্ধয়োরব্রুবাণয়োরনয়োঃ স্থাবরত্বমেবোচিতমিতি ভাবঃ। স্থাবরত্বেঽপি মৎপ্রসাদেন স্মৃতিরস্তু। স্মৃতৌ সত্যামপি মদনুগ্রহাদিত্যাদি দেবমানেন শরচ্ছতে বর্ষশতে বৃত্তে সতি বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা লব্ধভক্তী সন্তৌ স্বর্লোকতাং ভবিষ্যতঃ প্রাপ্স্যতঃ। ভূপ্রাপ্তৌ পরস্মৈ পদমার্ষম্॥ বি০ ২১-২২॥

**২১–২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্থাবরতাং**—উলঙ্গ, অচৈতন্য ও অভিবাদন-মুক এদের স্থাবরত্বই উচিত, এইরূপ ভাব। **তত্রাপি স্মৃতি ইত্যাদি**—স্থাবর ভাবের মধ্যেও আমার প্রসাদে এদের স্মৃতি থাকুক এবং স্মৃতি থাকলে আমার অনুগ্রহে **দিব্যশরচ্ছতে**—দেবমানে শত বৎসর চলে গেলে বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করত প্রেমভক্তিমান্ হয়ে দেবত্ব পাবে॥ বি০ ২১-২২॥

**২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পূর্ব্বোক্তং তত্রাগমনস্য যাদৃচ্ছিকত্বং দর্শয়তি—গত ইতি। যমলৌ সহজাতৌ অর্জ্জুনৌ আসতুর্বভূবতুঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যার্জ্জুননামগোপসখত্বাত্তন্নাম্নাপ্যেতৌ কিল সোঽনুগ্রহীষ্যতীতি তৎকৃপয়ৈবেতি ভাবঃ॥ জী০ ২৩॥

**২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে দেবর্ষি নারদের যে আগমন বলা হয়েছিল, তা যে যাদৃচ্ছিক ছিল, তা দেখানো হচ্ছে এই শ্লোকের 'গত' পদে। যেমনই নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছায় ঘুড়তে ফিরতে এসে গিয়েছিলেন তেমনই চলে গেলেন। **যমলৌ**—সহজাত (একত্র উৎপন্ন মূলে মিলিত—শ্রীবল্লভ টীকা)—অর্জুন জাতীয় যুগল বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অর্জুন নামে সখা আছে বলে

**২৫। দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।**
**তৎ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌গীতং তন্মহাত্মনা॥**

**২৫। অন্বয়ঃ** যৎ দেবর্ষিঃ মে প্রিয়তমঃ তৎ (তস্মাৎ) ইমৌ (বৃক্ষরূপেণ পরিদৃশ্যমানৌ) ধনদাত্মজৌ তেন মহাত্মনা যদ্ গীতং (ধনদাত্মজৌ প্রতি শাপপ্রদানচ্ছলেন যদুক্তং) তত্তথা (তেনৈব নারদোক্ত প্রকারেণ) সাধয়িষ্যামি (পরমভক্তিমন্তৌ করিষ্যামি)।

**২৫। মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—দেবর্ষি নারদ আমার অতিপ্রিয়, আর এরাও দেবলোকের কুবের তনয়; অতএব মহাত্মা নারদের দ্বারা যেরূপ উক্ত উয়েছে, সেই ভাবেই এদের উদ্ধার করব।

---

সেই নাম সম্বন্ধেও কৃষ্ণ অনুগ্রহ করবে, তাই শ্রীনারদের কৃপাতেই 'অর্জুন' নাম প্রকাশিত হল, এরূপ ভাব॥ জী০ ২৩॥

**২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তদেবমিতিহাসং প্রদর্শ্য তস্য সম্প্রতি যদ্‌ভগবদনুস্মৃতত্বং দর্শিতং, তদেব দর্শয়তি—ঋষেরিতি। তদ্বচঃসত্যতা যোগ্যা, সা চ তেনৈব প্রবর্ত্তনীয়েতি ভাবঃ। তত্রাপি ভগবতঃ ভক্ত্যাখ্যা-পরমবিদ্যাজ্ঞানাৎ পরমপূজ্যস্য ভাগবতমুখ্যস্যেতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ। হরিরিতি—তচ্ছাপাদুদ্ধরণাভিপ্রায়েণ, শনকৈরিতি—শব্দসমুত্থানেন মাত্রাত্যাগমনশঙ্কয়া, কিংবা বাল্যলীলয়া ততশ্চোলূখলস্য শনকৈরাকর্ষণেন পতনমপি ন জাতমিতি জ্ঞাপিতম্; এবং বলেন তদাকর্ষণার্থং রিঙ্গণেনৈব গমনম্; উক্তং চ দ্বিতীয়ে (৭।২৭)—'যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন' ইতি॥ জী০ ২৪॥

**২৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** শ্রীনারদঋষি নলকুবর মণিগ্রীবের শাপানুগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইতিহাস বলবার পর ২২ শ্লোকে যে কৃষ্ণ সান্নিধ্যে ভক্তি প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন, তাই এখন সাক্ষাৎ কার্যে পরিণত হওয়ার কথা আরম্ভ হচ্ছে - ঋষেঃ ইতি। এই 'ঋষি' পদের ধ্বনি হল, এ যখন ঋষির বাক্য তখন এর সত্যতা অবশ্যই তাঁকে রক্ষা করতে হবে। **ভাগবতঃ**—ঋষিগণের মধ্যেও নারদ একজন বিশিষ্ট ঋষি—তিনি 'ভগবান্' অর্থাৎ ভক্তি নামক পরমবিদ্যায় জ্ঞানবান্ বলে পরমপূজ্য। (এখানে 'ভাগবতমুখ্যস্য' পাঠও কোথাও কোথাও আছে)। **হরিঃ ইতি**—সেই শাপ থেকে উদ্ধার করবেন, সেই অভিপ্রায়ে এখানে 'হরি' পদের ব্যবহার। **শনকৈঃ ইতি**—ধীরে ধীরে চললেন, শব্দ হলে মায়ের আগমন হবে, এই ভয়ে। কিম্বা বাল্যলীলায় ধীরে ধীরে চললেন। আরও, ধীরে ধীরে টানায় উলূখল যে মাটিতে পড়েও গেলনা কাৎ হয়ে,তাও জানান হল। এবং বলের সহিত উদূখল আকর্ষণের জন্য হামাগুড়ি দিয়েই যাচ্ছিলেন, দ্বিতীয়ের ৭।২৭ শ্লোকে বলাও আছে—"হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বৃক্ষযুগলের ভিতরে প্রবেশ করলেন"॥ জী২৪॥

**২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রস্তুতমাহ ঋষেরিতি॥ বি০ ২৪॥

**২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রস্তুতমাহ ঋষেরিতি।—প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে—ঋষেঃ ইতি॥ বি০ ২৪॥

**২৬। ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ।**
**আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্॥**

**২৬। অন্বয় ঃ** ইতি (ইত্যেবং বিচার্য্য) কৃষ্ণঃ তু যময়োঃ (সহজাতয়োঃ) অর্জ্জুনয়োঃ অন্তরেণ (মধ্যপ্রদেশে) যযৌ। আত্মনির্ব্বেশ মাত্রেণ (দামোদরস্য প্রবেশমাত্রেণ) উলূখলং (উদূখলঃ) তির্য্যগ্‌গতং (বক্রভাবেন স্থিতম্ অভূৎ)।

**২৬। মূলানুবাদ ঃ** এইরূপ বিচার করে কৃষ্ণ অর্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রবেশ মাত্রই উদূখলটি তথায় তেরছা হয়ে আটকে গেল।

---

**২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** যদ্‌যস্মাদ্দেবর্ষির্মে প্রিয়তমস্তস্মাৎ তেন মহাত্মনা মহানুভাবেন যদ্‌যথা গীতং, তদেব তত্তথা তেন প্রকারেণ ইমৌ ধনদাত্মজৌ সাধয়িষ্যামি, স্থাবর-যোনেরুদ্ধৃত্য পুনঃ স্বর্গং দত্ত্বা পরমভক্তিমন্তৌ করিষ্যামীত্যর্থঃ॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ **যদ্**—যেহেতু, দেবর্ষি আমার প্রিয়তম সেই হেতু, **তন্মহাত্মনা**—সেই মহানুভবের দ্বারা **যৎ**—যথা গীত হয়েছে **তৎ**—তাই **তৎতথা**—সেই প্রকারেই কুবের পুত্রদ্বয়কে **সাধয়িষ্যামি**—সিদ্ধি দান করব অর্থাৎ বৃক্ষযোনি থেকে উদ্ধার করে পুনরায় স্বর্গ দান করত পরমভক্তিমন্ত করে দিব॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যদ্‌যস্মাদ্দেবর্ষির্ম্মে প্রিয়তমস্তস্মাদিমৌ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌যথা তেন মহাত্মনা গীতমিত্যন্বয়ঃ॥ বি০ ২৫॥

**২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যদ্**—যেহেতু, দেবর্ষি আমার প্রিয়তম সেই হেতু এদের সেইরূপ সিদ্ধ দান করব **যৎ**—যথা সেই মহাত্মা দ্বারা উক্ত হয়েছে॥ বি০ ২৫॥

**২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ইত্যস্মাদ্ধেতোঃ কৃত-মহদপরাধয়োর্মদ্বাল্যলীলাক্রীড়নকতাপ্রাপ্ত্যৈব তাদৃশত্বং স্যাদিতি বিচার্য্যেত্যর্থঃ। তির্য্যগ্‌গতং শ্রীভগবদভিপ্রায়ানুসারেণ তির্য্যক্ত্বং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। 'তির্য্যক্ বক্রে তিরোঽর্থে চ' ইতি বিশ্বঃ। অত্র মাত্র পদেন যত্নং বিনেতি ধ্বন্যতে। গতমিতি তস্যৈব কর্তৃত্বমিতি তস্য সচেতনত্বমিব সূচিতং, তচ্চ লীলাশক্তেঃ স্বয়ং সর্ব্ব সম্পাদকত্বেন; যথা হরিবংশে—'তদ্দাম তস্য বালস্য প্রভাবাদভবদ্দৃঢ়ম্' ইতি; পাদ্মে—'নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে' ইতি॥ জী০ ২৬॥

**২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইতি**—এই হেতু অর্থাৎ কৃত-মহাপরাধ এরা দুজন আমার বাল্যলীলার খেলনা স্বরূপ হওয়ার জন্যই এই বৃক্ষযোনিতে আছে, এইরূপ বিচার করে। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে **তির্যগগতং**—উদূখলটি তেরছা হয়ে গেল। **মাত্রেণ**—এখানে 'মাত্র' পদের ধ্বনি, বিনা যত্নে। **গতম্ ইতি**—তেরছা হয়ে পড়ল, এখানে ঐ উলূখলেরই কর্তৃত্ব, ঐ উলূখলের সচেতনতা যেন সূচিত হচ্ছে—এখানে হেতু লীলাশক্তির স্বয়ং সর্বসম্পাদকতা গুণ। এ বিষয়ে হরিবংশের প্রমাণ,

**২৭। বালেন নিষ্কর্ষয়তাম্বগুলূখলং তৎ দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রি বন্ধৌ।**
**নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ॥**

২৭। **অন্বয়ঃ** তৎ (তির্য্যগ্ গতং) অন্বক্ (পশ্চাদ্গতং) উলূখলং নিষ্কর্ষয়তা (বলাদাকর্ষতা) বালেন দামোদরেণ উৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ (উৎপাটিত মূলবন্ধৌ) পরমবিক্রমিতাতিবেগস্কন্ধ—প্রবালবিটপৌ (শ্রীকৃষ্ণস্যাকর্ষণ বেগেন কম্পান্বিতস্কন্ধপল্লব শাখাসমন্বিতৌ তৌ অর্জ্জুনবৃক্ষৌ) কৃতচণ্ডশব্দৌ (কৃতঘোরশব্দৌ) তরসা (বেগেন) নিষ্পেততুঃ (পতিতবন্তৌ)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** বালক দামোদর নিজ অনুকূল ভাবে সেই আটকে পড়া উদূখল বেগে আকর্ষণ করলেন, অতি বলে আকর্ষণ হেতু ঐ বৃক্ষদ্বয়ের কাণ্ড-পল্লব-শাখা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঐ বৃক্ষদ্বয় মূল শুদ্ধ, উৎপাটিত হয়ে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ভূমিতলে নিপতিত হল।

---

যথা—"কোমরের সেই রজ্জু সেই বালকের প্রভাবে দৃঢ় হয়ে গেল," আরও প্রমাণ পাদ্মে দামোদর অষ্টকে—"হে দেব! আপনার তেজোময় উদরবন্ধন রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার স্বরূপ আপনার উদরে আমার প্রণাম প্রণাম।"—শ্রীকৃষ্ণের লীলা উপকরণ কোমরের রজ্জু এবং উলূখল সচ্চিদানন্দময়—জড়পদার্থ নহে॥ জ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ইতি বিচার্য্য যমলয়োঃ সহজাতয়োর্দ্বয়োরন্তরেণ মধ্যে যযৌ। ততশ্চ আত্মনঃ প্রবেশমাত্রেণ উদূখলং তির্য্যগ্গতং তিরশ্চীনমভূৎ॥ বি০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইতি**—এইরূপ বিচার করে **যমলয়োঃ**—সহজাত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অতঃপর নিজের প্রবেশ মাত্র উদূখল তেরছা হয়ে গেল॥ বি০ ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্তির্য্যগ্গত্যা তয়োর্লগ্নং নিঃশেষেণ কর্ষতা আকর্ষতা দামোদরেণ কর্ত্রা উৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ সন্তৌ তরসা বেগেন নিঃশেষং পেততুঃ। কথম্? তদাহ—পরমেত্যাদি বিটপা অত্র শাখাঃ। 'বিটপঃ পল্লবে ষিড়্গে বিস্তারে স্তম্বশাখয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পরম্ ইতি চ্ছেদঃ, দামোদরেণেতি তস্যামেব মাধুর্য্যম্, উৎকলিতেত্যাদিনা চৈশ্বর্য্যং সূচিতমেব, পূর্ব্ববন্মধুরং ভগবত্তা-প্রকটনমূহ্যম্। অত্র চ নামকরণং হরিবংশে—'স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ। গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে।' ইতি॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** সেই উদূখল তেরছা হয়ে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে আটকে গেল—**নিষ্কর্ষতা**—দামোদরের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে আকর্ষিত হয়ে উৎপাটিত মূল বৃক্ষদ্বয় **তরসা**—বেগে **নিষ্পেততুঃ**—একেবারে ধরাশায়ী হল। কি করে? এরই উত্তরে—**পরমবিক্রমিত**—'পরমস্য' শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম,তার দ্বারা **অতিবেপ**—কম্প যাতে, সেই কাণ্ড,পল্লব ও **বিটপা**—শাখা যাদের সেই বৃক্ষদ্বয় ধরাশায়ী হল। অথবা, **পরমবিক্রমিত**—পরম্+অবিক্রমিতেন দামোদরেণ—এই ভাবে সন্ধি বিচ্ছেদ ও অন্বয় করে অর্থ আসছে, শুদ্ধ মাধুর্যময় দামোদরের দ্বারা—'দামোদর' পদে মাধুর্য ধ্বনিত হচ্ছে। **উৎকলিত**

**২৮। তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।**
**কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম॥**

**২৮। অন্বয়ঃ** কুজয়োঃ (বৃক্ষয়োঃ সমুদ্ভূতঃ) জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ) ইব পরময়া শ্রিয়া (জ্যোতিষা) ককুভঃ (দিশঃ) স্ফুরন্তৌ (প্রকাশয়ন্তৌ) তত্র [স্থিতৌ] সিদ্ধৌ (নলকূবরমণিগ্রীবনামানৌ দেবৌ) উপেত্য (বহির্গত্য) অখিললোকনাথং কৃষ্ণং প্রণম্য বিরজসৌ (বিগতাপরাধৌ) বদ্ধাঞ্জলী ইদং ঊচতুঃ স্ম।

**২৮। মূলানুবাদঃ** সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থিত, মূর্তিমান্ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহতী কান্তিতে দিক্-আলোকরা দেবদ্বয় অখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়ে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলী-পুটে অপরাধ মুক্ত হয়ে বিস্ময়ে এইরূপ বলতে লাগলেন।

---

—'উৎপাটিত' ইত্যাদি দ্বারা ঐশ্বর্যও সূচিত হচ্ছে। [মহা ঐশ্বর্য প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলা অনতিক্রমই মাধুর্য]। এইভাবে পূর্বের ন্যায় মধুর ভগবত্তা প্রকটনপর অর্থ এখানে আনা যায়। হরিবংশে এই দামোদর নামকরণ কথা এইরূপ আছে—"সেই দামবন্ধন হেতু কৃষ্ণ গোষ্ঠে গোপীগণের দ্বারা দামোদর নামে বার বার কীর্তিত হন প্রণয়রসভরে।" ॥ জী০ ২৭ ॥

**২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তত্তিরশ্চীনমেবোদূখলং অন্বক্ স্বানুকূলং যথাস্যাত্তথা নিঃশেষেণ কর্ষতা বালেন উৎকলিত উৎপাটিতোঽজ্ঘ্রিবন্ধৌ যয়োস্তৌ। পরমবিক্রমিতেন অতিবলেনাকর্ষণেনাতিবেপা অতিকম্পমানাঃ স্কন্ধাদয়ো যয়োস্তৌ দামোদরেণেতি "স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ।। গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে" ইতি হরিবংশোক্তা প্রসিদ্ধিঃ স্মারিতা॥ বি০ ২৭ ॥

**২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সেই তেরছা উদূখলকে **অন্বক**—নিজের অনুকূল যাতে হয় সেই ভাবে, পূর্ণবল প্রয়োগে বার বার আকর্ষণকারী বালকের দ্বারা উৎপাটিত মূলবন্ধন যাদের সেই বৃক্ষদ্বয়। **পরমবিক্রমিতেন**—অতি বলে আকর্ষণ হেতু **অতিবেপ**—অতিকম্পমানা কাণ্ডাদি যাঁদের সেই বৃক্ষদ্বয়॥

**২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র তয়োর্বৃক্ষয়োঃ স্থিতৌ সিদ্ধৌ দেবাবিত্যর্থঃ; অতঃ সর্ব্বা দিশঃ স্ফুরন্তৌ; দ্বিতীয়য়া প্রতিশব্দো লভ্যতে, তৃতীয়য়া সহ-শব্দবৎ, পক্ষেঽন্তর্ভূতণ্যন্তমিদং শোভয়ন্তাবিত্যর্থঃ; যদ্বা, কুজয়োঃ ককুভঃ দিগ্ভাগাত্তদন্তিকে উপেত্য মিথো জ্যোতির্মিলনাদেকজাতবেদা ইব স্ফুরন্তৌ, শিরসৈব প্রকর্ষেণ নত্বা ইতি দণ্ডপ্রণামে শীঘ্রং শ্রীমুখাদিদর্শনাসিদ্ধেঃ। কৃষ্ণমিতি—তদানীমপ্যুলূখলাকর্ষণাভিপ্রায়েণ নন্বু দামোদরত্বেনাত্যন্ত-বাল্যলীলাপরং বালকং কথং প্রণতবন্তৌ? তত্রাহ—অখিলেতি; তদৈশ্বর্য্যস্বভাবাত্তত্র চ শ্রীনারদানুগ্রহেণ তদ্বিজ্ঞানোৎপত্তেরিতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্বু তাদৃশকৃতাপরাধৌ শ্রীনারদপ্রসাদেন স্মৃত-তদ্বৃত্তৌ চ কথং লজ্জাদিকং বিহায় শ্রীভগবৎপার্শ্বে গমনাদিকমকুর্ব্বাতাম্? তত্রাহ—অখিলেতি, অনন্যগতিত্বাদিত্যর্থঃ। বিরজসৌ বিগতাপরাধৌ সন্তাবিত্যর্থঃ। স্ম বিস্ময়ে, মহাপরাধিনোরপি সত্যস্তাদৃশত্বসিদ্ধেঃ॥ জী০ ২৮ ॥

২৯। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ॥

**২৯। অন্বয় ঃ** [হে] কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ ত্বম্ আদ্যঃ পরঃ (পরমঃ) পুরুষঃ ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূল-সূক্ষ্মাত্মকং) ইদং বিশ্বং তে (তব) ব্রহ্মণঃ রূপং [ইতি] বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ জানন্তি)।

**৯২। মূলানুবাদ ঃ** দেবদ্বয় পরমানন্দে বললেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্যশালি! আপনি কারণার্ণবশায়ীর অংশী স্বয়ং ভগবান্। স্থূল সূক্ষ্মাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনারই কার্য বলে প্রসিদ্ধ।

---

**২৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্র**—সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্থিত **সিদ্ধৌ**—দেবদ্বয়। অতএব **কুকুভঃ**—দিকমণ্ডল। **স্ফুরন্তৌ**—দিক্-আলোকরা (দেবদ্বয়) অথবা, **কুজয়ো**—বৃক্ষদ্বয়ের **ককুভঃ**—দিক্‌ভাগ থেকে দামোদরের নিকটে গিয়ে পরস্পরের অঙ্গজ্যোতি মিলন হেতু এক অগ্নির মত **স্ফুরন্তৌ**—দিক্-আলোকরা (দেবদ্বয়)। **প্রণম্য শিরসা** মস্তকের দ্বারাই প্রকর্ষের সহিত নত হয়ে, এইরূপে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হেতু অপূর্ব সৌন্দর্য মাধুর্যমণ্ডিত বালগোপালের মুখখানি শীঘ্র তাঁদের দর্শনভাগ্য হল না। **কৃষ্ণং**—কৃষ্ণ সর্বাকর্ষক—এই আকর্ষণ অভিপ্রায়েই এখানে ব্যবহার হয়েছে 'কৃষ্ণ' পদটি, সেই সময়েও তিনি উদূখল আকর্ষণ করে করে চলছিলেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা দামোদর রূপে অত্যন্ত বাল্যলীলাপর বালককে তাঁরা প্রণাম করলেন কেন? এরই উত্তরে, **অখিল ইতি**—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্বভাব হেতু, আর এখানে শ্রীনারদের অনুগ্রহে কৃষ্ণ-বিষয়ে বিজ্ঞান উৎপত্তি হেতু। এই উদূখল আকর্ষণকারী বালককে অখিল লোকনাথ বলে বুঝতে পারলেন তাঁরা, তাই প্রণাম করলেন।

অথবা, পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তাদৃশ কৃতাপরাধ সেই ঘটনা স্মৃতিমন্ত তাঁরা লজ্জাদি ত্যাগ করে কি করে শ্রীভগবানের পার্শ্বে গমনাদি করলেন? এরই উত্তরে, **অখিল ইতি**—কৃষ্ণ অখিললোকনাথ বলে তিনি অনন্যগতি—তিনি ছাড়া আর গতি নেই, কাজেই তার কাছেই সকলকে যেতে হবে, **বিরজসৌ**—বিগতাপরাধ। **স্ম**—বিস্ময়ে—মহাপরাধী হলেও সদ্য তাদৃশ ভাব সিদ্ধি হেতু বিস্ময়॥ জী॰ ২৮॥

**২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ককুভো ব্যাপ্য স্ফুরন্তৌ কুজয়োর্বৃক্ষয়োঃ, জাতবেদা অগ্নির্মিথো জ্যোতির্মিলনাদেক এব জাতবেদা ইব স্ফুরন্তাবিত্যর্থঃ॥ বি॰ ২৮॥

**২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ককুভঃ স্ফুরন্তৌ**—চতুর্দিকে ব্যাপে দীপ্তি পেতে লাগলেন। **কুজয়োঃ**—বৃক্ষদ্বয়ের। **জাতবেদাঃ**—পরস্পরের অঙ্গজ্যোতি মিলনে একই অগ্নির মতো স্ফূর্তি প্রাপ্ত॥

**২৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** যদ্যপ্যাবাং মহাপরাধিনৌ, তথাপি ত্বয়া নিতরামনুগৃহীতৌ, তচ্চ তবোচিতমেবেতি নিবেদয়িতুমুপক্রমতে—কৃষ্ণেতি। হে নরাকৃতি পরব্রহ্মন্; বীপ্সা পরমানন্দেন প্রেমসম্ভ্রমেণ বা; কিংবা, জিহ্বাকর্ষক-কৃষ্ণনামস্বভাবেন; যদ্বা, উলূখলকর্ষণাদি-বাল্যলীলারসস্য মহাচঞ্চলস্য ক্ষণং স্থৈর্য্যাপাদনেনাভিমুখীকরণায় কৃষ্ণত্বমেব প্রপঞ্চয়তঃ। মহাযোগিন্ হে অচিন্ত্যানৈশ্বর্য্যেত্যর্থঃ, যতঃ প্রকৃতিদ্রষ্টা তাবৎ পুরুষঃ; ত্বন্তু পরঃ পুরুষস্তস্যাপ্যংশী; অংশিত্বেঽপি মহানারায়ণাদিভেদেন বহুবিধাবি-

র্ভাবঃ স্যাদিতি তত্রাপি ত্বমাদ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ইত্যর্থঃ। তথা চ দর্শিতম্ 'ঈশ্বরঃ' পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি-ব্রহ্ম-সংহিতাপদ্যাভ্যাম্ (৫'১-২)। অতঃ সর্ব্বতো গুণাধিকস্য তবেদৃশী কৃপাপি যুক্তেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, ঈদৃশস্যাপি তব ব্রহ্মণঃ পরমবৃহতো রূপমধিষ্ঠানং কার্য্যং বা বিদুরিতি। ব্রহ্মণা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, এবমাবয়োরপি নিত্য-তদীয়ত্বেনানুগ্রহো ঘটেতেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** যদিও আমরা মহাপরাধী, তথাপি আপনার দ্বারা অতিশয় অনুগৃহীত এবং ইহা আপনার পক্ষে উচিতই বটে, এই কথা নিবেদন করতে আরম্ভ করছেন—কৃষ্ণ ইতি। **কৃষ্ণ**—হে নরাকৃতি পরব্রহ্ম! 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এইরূপ দুবার উচ্চারণ, পরমানন্দে বা প্রেম সম্ভ্রমে। কিম্বা দুবার উচ্চারণ জিহ্বাকর্ষক-কৃষ্ণনামের স্বভাবে। অথবা, উলূখল আকর্ষণাদি বাল্যলীলারস স্বরূপ মহাচঞ্চলকে ক্ষণকাল দাঁড় করিয়ে তাদের দিকে মনের গতি আকর্ষণের জন্য আকর্ষণ সূচক 'কৃষ্ণ' নামে ডাকলেন। **মহাযোগিন্**—হে অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্যবান্। যেহেতু প্রকৃতি ঈক্ষণকর্তা শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রথম অবতার পুরুষ কারণার্ণবশায়ী পর্যন্ত সকলেই পুরুষ, আর আপনি হলেন 'পর-পুরুষ,—কারণার্ণবশায়ীরও অংশী। অংশিতা থাকলেও আপনার মহানারায়ণাদিভেদে বহুবিধ আবির্ভাব আছে—এর মধ্যেও আবার আপনিই **আদ্যঃ**—স্বয়ং ভগবান্। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১-২) এরূপই দেখান হয়েছে—"শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তাঁর বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি গোবিন্দ। প্রকৃতি পুরুষাদি জগতের যে সকল মূল কারণ—তারও কারণ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অনাদি। তার উপর আর কোন কারণ নেই। তিনি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ং-প্রকাশ। এই কৃষ্ণের ধাম হল গোকুল নামক মহাবৈকুণ্ঠ। সহস্রপদ্ম কমলের কর্ণিকাস্বরূপ এই গোকুল। এখানে তিনি সপরিকরে বাস করেন।"

অতএব সর্বভাবে অধিক গুণশালী আপনার পক্ষে ঈদৃশী কৃপাই যুক্তিযুক্ত। [এখানে দুরকম পাঠ আছে—'রূপং তে ব্রহ্মণঃ বিদুঃ' এবং 'রূপং তে ব্রহ্মণা বিদুঃ'] প্রথম পাঠ নিয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে—আপনি এরূপ হলেও পরম বৃহৎ আপনার **রূপং**—অধিষ্ঠান বা কার্য হল, স্থূল সূক্ষ্মাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ—পণ্ডিতগণ এরূপ জানেন। এইরূপে আমাদেরও নিত্য তদীয়তা ভাব থাকায় এই অনুগ্রহ সম্ভব হল, এরূপ ভাব॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উলূখলেঃ বদ্ধং গোপালবালং মাং যুবাং দেবৌ কিমিতি প্রণতাবিত্যত আহতুঃ—কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি। দ্বিত্বং দ্বয়োরেব যুগপদুক্তেঃ। ত্বং পরঃ পুরুষো ভগবান্ তত্রাপ্যাদ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ অতস্ত্বং গোপালবালো ভবস্যেবেতি ভাবঃ। হে মহাযোগিন্নচিন্ত্য প্রভাব, অস্মন্মোচকস্য তবৈতদ্বন্ধনকারণমতর্ক্য-মিতি ভাবঃ। সর্ব্বস্বরূপস্য তব কেন বন্ধনং সম্ভবেদিত্যাহতুঃ।—ব্যক্তাব্যক্তং কার্য্যকারণাত্মকং॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা উলূখলে বাঁধা গোয়ালা বালক আমাকে, দেবতা তোমরা কেন প্রণাম করছ? এরই উত্তরে বলছেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি। দুজনেরই যুগপৎ উক্তি হেতু দ্বিত্ব হল এখানে। আপনি **পর পুরুষঃ**—ভগবান্। এর মধ্যেও আবার আপনি **আদ্যঃ**—স্বয়ং ভগবান্। এই স্বয়ং ভগবান্ বলেই আপনি গোপাল বালক, এইরূপ ভাব। যে **মহাযোগিন্**—হে অচিন্ত্য

৩০। ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥
৩১। ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥

**৩০-৩১। অন্বয় ঃ** একঃ ত্বং সর্ব্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ (দেহঃ অসবঃ প্রাণাঃ আত্মা অহঙ্কারঃ ইন্দ্রিয়াণি চ তেষামীশ্বরঃ) ত্বং এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ ত্বং কালঃ (নিমিত্তকারণং) রজঃ সত্ত্ব তমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতিঃ, ত্বং মহান্ (মহত্তত্ত্বং) ত্বং এব সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ (সর্বেষাং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃ করণানি তেষাং যে বিকারাঃ তান্ বেত্তি জানাতি) অধ্যক্ষঃ (সর্বনিয়ন্তা) পুরুষঃ [ভবসি]।

**৩০-৩১। মূলানুবাদ ঃ** হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই সর্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং এদের সকলের নিয়ন্তা। আপনিই কাল, ভগবান্, বিষ্ণু, অব্যয় এবং ঈশ্বর। আপনিই মহত্তত্ত্ব, আপনিই সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী সূক্ষ্ম কারণরূপা প্রকৃতি। আপনিই অন্তর্যামী, সর্বদেহস্থ মন আদিকে জানেন।

---

প্রভাব। আমাদের মুক্তি (প্রেমভক্তি) দাতা আপনার এই বন্ধনের কারণ সমস্ত তর্কের অতীত-বুঝবার উপায় নেই। সর্বস্বরূপ আপনার কি করে বন্ধন হতে পারে? এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ব্যক্তাব্যক্তং**—কার্য-কারণাত্মক॥ বি০ ২৯॥

**৩০-৩১। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ** কিঞ্চ, ত্বমিতি এতচ্চার্দ্ধকম্। ইত্থং তবৈব সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বেন তত্ত্বতোঽস্মদপরাধাভাবাৎ, কিংবা স্বত এব বহিরন্তস্ত্বদেকনাথত্বাদনুগ্রাহ্যো ভবাব এবেতি ভাবঃ। নন্বু সর্ব্বপ্রবর্ত্তকঃ কালো জগৎকারণানাঞ্চ মহদাদীনামেব রূপং বিশ্বং, তত্রাহতুঃ—ত্বমেবেতি সার্দ্ধেন। কালাদিত্বে হেতুতয়া ভগবানিত্যাদিবিশেষণচতুষ্কং, ভগবান্ সর্ব্বসামর্থ্যযুক্তঃ, বিষ্ণুঃ ব্যাপকঃ, ন ব্যেতি ক্ষীয়ত ইত্যব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তা, কালস্য ত্বদংশত্বেনৈব তত্তদ্ধর্ম্মত্বাত্ত্বমেব মুখ্যঃ কাল ইত্যর্থঃ। তথা মহত্তত্ত্বস্য ব্যাপকত্বেনৈব মহত্ত্বাত্তদাদিব্যাপকত্বমেব মুখ্যো মহানিত্যর্থঃ। তথা 'ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ' (শ্রীভা০ ৩।৫।২৩) ইত্যাদি তৃতীয়স্কন্ধাদিতো ভগবাংস্ত্বমেব সর্ব্বকারণত্বেনাব্যয়ত্বান্মুখ্যা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ, তথা পুরুষস্য ত্বদংশত্বেনৈব দেহেন্দ্রিয়াদীশত্বাত্ত্বমেব মুখ্যঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। সূক্ষ্মেতি—'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ' (শ্রীগী ৭।৪) ইত্যাদিগীতোক্তাষ্টাবয়বকার্য্যাত্মকপ্রকৃতেঃ কারণাবস্থোক্তা, রজঃসত্ত্বেতি বিশ্বস্য বৈচিত্র্যাপেক্ষয়া সচ্চিদানন্দশক্তের্ব্যবচ্ছেদার্থঞ্চ। সা চ তব প্রকৃতিত্বানুগতৈব প্রকৃতিঃ, প্রকৃতিশ্চ 'প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ' (শ্রীব্র সূ ১।৪।২৩) ইতি ন্যায়ান্মূলপ্রকৃতিস্তু ত্বমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, সূক্ষ্মা দুর্জ্ঞেয়া; তর্হি কথং মমাপি রজআদিময়ত্বম্? নেত্যাহ—অরজঃসত্ত্বতমোময়ীতি। অব্যক্তঃ সূক্ষ্মচৈতন্যরূপত্বাৎ; অধ্যক্ষ ইতি পাঠে দেহাদ্যধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ। তমেব লক্ষয়তি—সর্ব্বক্ষেত্রস্য দেহস্য বিকারা বাল্যাদ্যবস্থাস্তদনুসন্ধানকর্ত্তা। তথা চৈকদশে-

'নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ. ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি' (শ্রীভা ১১।৩।৩৮) ইতি। যদ্বা, পুরুষঃ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা সৃষ্টিহেতুরব্যক্তঃ সর্ব্বাগোচরঃ, পাঠান্তরে সর্ব্বসাক্ষী অতএব সর্ব্বেতি ॥ জী০ ৩০-৩১ ॥

**৩০-৩১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আরও, 'ত্বম' এর থেকে 'বিকারবিৎ' পর্যন্ত শ্লোক বিচার করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই সর্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় এবং এদের নিয়ন্তা। এইরূপে আপনিই সর্বপ্রবর্তক হওয়ায় যথার্থ বিচারে আমাদের কোন অপরাধ না থাকায়, কিম্বা স্বভাবতঃই আপনিই আমাদের অন্তর বাহিরের একমাত্র প্রভু হওয়ায় আমরা আপনারই অনুগ্রাহ্য, এইরূপ ভাব। আচ্ছা, স্বয়ং ভগবানকেই সর্ব প্রবর্তক ইত্যাদি বলায় একটি পূর্বপক্ষ উঠছে না কি? কারণ 'কাল'কেই তো সর্বপ্রবর্তক এবং মহৎ প্রভৃতিকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ কই বলা হয়ে থাকে। এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—ত্বমেব কাল ইত্যাদি—অর্থাৎ আপনিই সেই 'কাল' ইত্যাদি। কালাদি-যে কারণ রূপে কার্য করে তা হে কৃষ্ণ! আপনারই বিশেষণ 'ভগবান্' ইত্যাদি পদে যে যে ধর্মকে প্রকাশ করা হল সেই সেই ধর্ম আপনার অংশ কালাদিতেও থাকা হেতু। **ভগবান্**—সর্বসামর্থ্যযুক্ত। **বিষ্ণু**—ব্যাপক। **অব্যয়**—ক্ষয় যায় না অর্থাৎ পরিণামী নয়। ঈশ্বর—সর্বনিয়ন্তা।

কাল আপনার অংশ বলেই আপনার 'ভগবত্ত্বা' গুণের অধিকারী, সর্ব প্রবর্তনে সমর্থ—কাজেই আপনি তার অংশী—মহাকাল। **ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ**—আপনিই মহত্তত্ব এবং প্রকৃতি। আপনি বিষ্ণু—আপনার ব্যাপকতা ধর্মলাভে মহত্তত্ত্ব উপাদন কারণ রূপে বিশ্ব জুরে আছে। কাজেই আপনিই মহত্তত্বের অংশী-পরম মহত্তত্ব। তথা "জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সর্বজীবের অন্তর্যামী এক বিভু ভগবান্ আপনিই ছিলেন"। —শ্রীভা০ ৩।৫।২৩। তৃতীয় স্কন্ধের এই উক্তি অনুসারে আপনিই সর্বকারণ রূপে অব্যয়—কাজেই আপনিই মুখ্যা প্রকৃতি। তথা পুরুষ আপনার অংশ বলেই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা, কাজেই আপনিই মুখ্য পুরুষ। **সূক্ষ্মা**—"ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, আমার এই প্রকৃতি আট প্রকার"। গীতায় উল্লিখিত এই অষ্টঅবয়বযুক্ত কার্যাত্মক প্রকৃতির কারণ-অবস্থা এই 'সূক্ষ্ম' পদে বলা হল। **রজঃ সত্ত্ব-তমোময়ী**—আপনি মহত্তত্বরূপে বিশ্বের উপাদান কারণ বলে—এই বিশ্বের বৈচিত্রীর অপেক্ষায় ও কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ শক্তিকে এর থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এখানে **মহত্তত্ব**—প্রকৃতিরূপ আপনাকে রজসত্ত্বতমোময়ী বলা হল। সকল শাস্ত্রযুক্তি অনুসারেই আপনিই মূল প্রকৃতি।

অথবা, **সূক্ষ্মা**—দুর্জ্ঞেয়া। তা হলে কি করে আমারও রজঃ প্রভৃতি ময়ত্ব হল? না, তা বলা যাবে না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অরজঃসত্ত্বতমোময়ী অর্থাৎ আপনি রজঃ প্রভৃতিময়ী নন, যেহেতু আপনি অব্যক্ত সূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ। অথবা, **পুরুষঃ**—প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সৃষ্টি হেতু অব্যক্ত সর্ব অগোচর। কালের প্রভাবে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষোভিত হলে পরমপুরুষ আদ্য অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ঐ প্রকৃতিতে বীর্যের (জীবাখ্য চিৎরূপ শক্তির) আধান করেন। তখন সেই প্রকৃতি প্রকাশ বহুল মহত্তত্ত্বকে প্রসব করে। মহত্তত্ত্ব থেকে ত্রিবিধ অহঙ্কার। এই অহঙ্কার থেকে কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূতের প্রকাশ হয়।—চৈ০ চ০ ২০] ॥ জী০ ৩০-৩১ ॥

৩২। গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কোঽদ্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥

**৩২। অন্বয় ঃ** গৃহ্যমাণৈঃ (দৃশ্যত্বেন বর্তমানৈঃ) বিকারৈঃ প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) ত্বং অগ্রাহ্য (জ্ঞাতুং নৈব শক্যঃ) ইহ (জগতি) গুণ সংবৃতঃ (গুণৈঃ দেহাদিভিঃ সংবৃতঃ) কঃ নু (কো বা জীবঃ) প্রাক্‌সিদ্ধং (স্বপ্রকাশতয়া জীবাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাগপি বর্ত্তমানং ত্বাং) বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি।

**৩২। মূলানুবাদ ঃ** আপনার দ্বারা দৃশ্যমান্ প্রাকৃত বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দ্রষ্টা আপনি গ্রাহ্য হন না। জীবাদির উৎপত্তির পূর্বেই স্বপ্রকাশ রূপে সিদ্ধ আপনাকে দেহাদি দ্বারা আবৃত কোন্ জীবই বা সাক্ষাৎ করতে পারে? কেউ পারে না।

---

**৩০-৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নচ ত্বদন্যো বন্ধকঃ কোঽপীশ্বরোঽস্তীত্যাহতুঃ—ত্বমিতি। অসবঃ প্রাণাঃ, আত্মা অহঙ্কারঃ সর্ব্বাত্মকত্বাত্ত্বমেবৈক ঈশ্বর ইত্যাহতুঃ ত্বমিতি। কালো নাম তব চেষ্টা মহান্ কার্য্যং প্রকৃতিঃ শক্তিঃ পুরুষোঽংশঃ কীদৃশঃ অধ্যক্ষোঽন্তর্য্যামী সর্ব্বেষু ক্ষেত্রেষু দেহেষু বিকারান্ মন আদীন্ বেত্তি অতো বিষ্ণুরীশ্বর একো ভগবাংস্ত্বমেব॥ বি০ ৩০-৩১॥

**৩০-৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আপনি ছাড়া বন্ধক কোনও ঈশ্বর নেই—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বমেক ইতি। (আস্থ) **আসবঃ**—প্রাণ সমূহ। **আত্মা** - অহঙ্কার। সর্ব-আত্মকতা হেতু আপনিই একমাত্র ঈশ্বর। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বম ইতি। **কালো**—কাল আপনার চেষ্টা অর্থাৎ মহান্ কার্য। **প্রকৃতিঃ**—আপনার শক্তি। **পুরুষঃ**—আপনার অংশ। কিরূপ অংশ? **অধ্যক্ষঃ**- অন্তর্যামী। **সর্বক্ষেত্র-বিকারবিৎ**—সর্ব দেহে 'বিকারান্' মন আদিকে জানেন, অতএব **বিষ্ণু**—ঈশ্বরও একমাত্র ভগবান্ আপনিই॥ বি০ ৩০-৩১॥

**৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বিজ্ঞাতুং সাক্ষাৎকর্ত্তুম্। অন্যতৈঃ। তত্র বিকারৈঃ প্রাকৃতৈরিত্যস্য ব্যাখ্যা বুদ্ধিবিকারৈরিতি গুণৈরিত্যস্য চেন্দ্রিয়াদিভিরিতি। অথচ শ্লেষেণ এবং পরমানুগ্রহ-কৃদপি সাক্ষাদ্দৃশ্যমানোঽপি ত্বমস্মাদৃশৈর্বশীকর্ত্তুং তত্ত্বতো জ্ঞাতুং বা ন শক্যত ইত্যাহতুঃ-গৃহ্যেতি। গৃহ্যমাণৈঃ সাক্ষাদনুভূয়মানৈরবিকারৈঃ সদৈব বিক্রিয়াশূন্যৈঃ প্রাকৃতৈঃ স্বাভাবিকৈর্গুণৈঃ কারুণ্যাদিভির্বিশিষ্টোঽপি ত্বম্ অগ্রাহ্যঃ বশীকর্ত্তুমশক্য ইত্যর্থঃ, পরমস্বতন্ত্রত্বাৎ অবতারিকায়াঃ; পক্ষান্তরে তত্ত্বতো জ্ঞাতুমশক্যঃ, এক-স্যৈব যুগপদ্বিভুত্ব-মধ্যমত্বাদিনা পরমদুর্বিতর্ক্যত্বাৎ; তত্র চ ইহ শ্রীনন্দগোকুলে প্রাক্ প্রথমত এব সিদ্ধং নিত্যং প্রকটতয়া বর্ত্তমানমপি ত্বাং গুণান্ ভক্তিলক্ষণান্ সম্যক্ শ্রিত আশ্রিতোঽপি কো বিশেষেণ জ্ঞাতুমর্হতি, যোগ্যো ভবতি শক্নোতি বা? অপি তু ন কোঽপি, লৌকিকালৌকিকতা-প্রকটনেন পরমদুর্বোধলীলত্বাৎ। যদ্বা গুণৈর্দামভিরগ্রাহ্যোঽপি ত্বং তান্ গুণান্ সংশ্রিতঃ, তৈর্বদ্ধ ইত্যর্থঃ। তথানুক্তিস্ত্বাদরেণ, অতঃ কো স্বিত্যাদিনা বন্ধনদর্শনেন পরমমোহোৎপাদনাদিতি ভাবং। সংবৃত ইতি পাঠেঽপি সম্যগ্‌বৃতত্বেন স এবার্থঃ॥ জী০ ৩২॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [ শ্রীধর—পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমিই যদি সব কিছু, তবে ঘটাদি জ্ঞানে আমার জ্ঞান হয় না কেন ? যদি স্বীকার করা যায়, হয়; তবে তো সকলেই ব্রহ্মবিদ, এও স্বীকার করতে হয়। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে, গৃহ্যমানৈঃ ইতি। দৃশ্যমান্ রূপে বর্তমান্ প্রকৃতি জাত বুদ্ধি-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয়াদির আপনি গ্রাহ্য হন না, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে জীব কি জানতে পারে আপনাকে ? না জানে না। এই আশয়ে, কস্তু ইতি। **প্রাক্‌সিদ্ধং**—জীবাদির উৎপত্তির পূর্বেই স্বপ্রকাশ রূপে সিদ্ধ তাকে কেই বা জানতে পারে ? **গুণসংবৃতঃ**—দেহাদি দ্বারা আবৃত।] **বিজ্ঞাতুং**—সাক্ষাৎ করতে। শ্রীসনাতনের বৃ০ তোষণী ব্যখ্যা এখানে আলোচিত হচ্ছে—**বিকারৈঃ প্রাকৃতৈঃ** বুদ্ধিবিকার প্রভৃতি দ্বারা। **গুণৈঃ**—এবং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা। অথবা, হে ভগবন্ ! আপনি পরম অনুগ্রহকারী হলেও এবং সাক্ষাৎ দৃশ্যমান হলেও আপনি আমাদের মতো জনের দ্বারা 'ন বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি'—বশীভূত করার বা তত্ত্বতো জানার সামর্থ্যের মধ্যে আসেন না। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'গৃহ্য' ইতি। **গৃহ্যমাণৈঃ**—সাক্ষাৎ অনুভূয়মান্, **অবিকারৈঃ**—সদাই বিক্রিয়াশূন্য এবং **প্রাকৃতৈঃ**—স্বাভাবিক **গুণৈঃ**—করুণা প্রভৃতি গুণে বিশিষ্ট হয়েও আপনি আমাদের **অগ্রাহ্যঃ**—অর্থাৎ বশীভূত হওয়ার যোগ্য নন্। যেহেতু আপনি পরম স্বতন্ত্র তাই আপনার করুণাকে ভজনাশ্রমের দ্বারা অবতারিত করতে হয়। পক্ষান্তরে—আপনাকে তত্ত্বতো জানতে পারা যায় না—কারণ একেরই যুগপৎ বিভুত্ব-মধ্যম আকারতা প্রভৃতির দ্বারা আপনি পরম দুর্বি-তর্ক। পুনরায় এখানে এই শ্রীনন্দগোকুলে **প্রাক্‌সিদ্ধং**—প্রথম থেকেই নিত্য প্রকটভাবে বর্তমান্ থাক-লেও আপনাকে **গুণসংবৃত**—'গুণান্' ভক্তিলক্ষণগুণ সম্যক্ আশ্রিত হয়েও কে **বিজ্ঞাতুং**—বিশেষভাবে জানতে সমর্থ হয়। কেউ সমর্থ হয় না কারণ লৌকিকের মধ্যেও অলৌকিক ভাব প্রকাশের দ্বারা আপনি পরম দুর্বোধলীল। অথবা, **গুণৈঃ**—রজ্জুর বন্ধনে আসার অযোগ্য হয়েও আপনি রজ্জুতে **সংবৃত**—বদ্ধ। কিন্তু আদর সম্ভ্রমে তাদের দ্বারা তা বলা হয় নি। অতঃপর **কোন্নু**—কোন্ জন পারে অর্থাৎ কেউ পারে না, ইত্যাদি বাক্য কুবেরপুত্রদ্বয়ের দ্বারা প্রায়গে হওয়ার কারণ, বন্ধন দর্শনে তাঁদের মোহের উদয়।

[ বিবৃতি ঃ লৌকিকের মধ্যেও অলৌকিক কিরূপ ? "লোকানুগাপি সান্যেন্যং প্রিয়তাতীত লৌকিকা। মধুরাত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্য-লৌকিকত্ব-বিমিশ্রিতা ॥"—বৃ০ ভা০ ২।৫।৮০। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজজনের যে প্রিয়তা, তা এই লৌকিক জগতের মতো হয়েও লোকস্বভাব অতিক্রম করে থাকে বলে আলৌকিক এবং অতি অদ্ভুত পরম মধুর ঐশ্বর্যযুক্ত হয়েও লৌকিক ভাব বিমিশ্রিত।"-তাঁদের পরস্পর প্রিয়তা লোকানুসারি হয়েও লোক-স্বভাব অতিক্রম করেছে, কারণ লোকে তাদৃশ গাঢ়তা হতে পারে না, যথা—যশোদা মাতার পুত্রস্মরণ মাত্রে অসময়েও বস্ত্রাদি সিক্ত করে স্তন্যধারা ক্ষরিত হতে থাকে। 'যশোদাইজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহ-স্নুতস্তনী"—ভা০ ১০।১১।১৪।] ॥ জী০ ৩২ ॥

**৩৩। তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।**
**আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥**

**৩৩। অন্বয় ঃ** আত্মদ্যোতৈঃ (আত্মনঃ স্বস্মাৎ দ্যোতঃ প্রকাশঃ যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ ছন্নমহিম্নে (আবৃতঃ মহিমা যস্য তস্মৈ) স্বয়ং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে (সৃষ্টিকর্ত্রে সঙ্কর্ষণরূপায়) ব্রহ্মণে তুভ্যং নমঃ।

**৩৩। মূলানুবাদ ঃ** স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম। পুনরায় নারায়ণ নামক আপনাকে প্রণাম। পুনরায় বাসুদেব রূপী আপনাকে প্রণাম। পুনরায় সঙ্কর্ষণাদিরূপ পুরুষ আপনাকে প্রণাম। পুনরায় স্বপ্রকাশগুণে ছন্ন মহিমা বিশিষ্ট পুরুষ আপনাকে প্রণাম। পুনরায় ব্রহ্মরূপী আপনাকে প্রণাম।

---

**৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ত্বং কৃপয়ৈব ত্বং দৃশ্যসে বস্তুতস্তুমদৃশ্য এবেত্যাহতুঃ—গৃহ্যমাণৈস্ত্বয়া দৃশ্যমাণৈর্বিকারৈর্বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভির্দ্রষ্টা ত্বং ন গৃহ্যসে কীদৃশৈঃ, প্রাকৃতৈর্গুণকার্য্যৈস্তেনাপ্রাকৃতৈরগুণকার্য্যৈর্বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ত্বং দৃশ্যস এবেতি ভাবঃ। নন্বপ্রাকৃতত্বাজ্জীবো জানাতু নৈবেত্যাহতুঃ—কোঽন্বিহেতি। প্রাক্ সিদ্ধমিতি ত্বদীয় তটস্থশক্তি বিলাসত্বাজ্জীবস্যাপি ত্বং কারণমিত্যর্থঃ। গুণসংবৃত ইতি গুণাতীতস্তু স ত্বদ্ভক্ত্যা কথঞ্চিত্ত্বাং জানাতীতি ভাবঃ॥ বি০ ৩২॥

**৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** একমাত্র আপনার কৃপাতেই আপনাকে দেখা যেতে পারে বস্তুত আপনি তো অদৃশ্যই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গৃহ্যমানৈঃ ইতিঃ। **গৃহ্যমানৈঃ**—আপনার দ্বারা দৃশ্যমান্, **বিকারৈঃ**—বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দ্রষ্টা আপনি গ্রাহ্য হন না। এই বুদ্ধি আদি কিরূপ? ইহারা প্রাকৃতগুণাকার্য। অতএব অপ্রাকৃত গুণকার্য বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আপনি অবশ্য গ্রাহ্য হন, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আপনি যেহেতু অপ্রাকৃত, তাই জীব আপনাকে জানতে পারে, কি না? এরই উত্তরে, কন্বিহ ইতি। কো+নু+ইহ=এই জগতে কেই বা জানতে পারে? অর্থাৎ কেউ পারে না। **প্রাকৃসিদ্ধং** জীব আপনার তটস্থ শক্তির বলাস বলে জীবেরও কারণ আপনি। **গুণসংবৃত**—গুণে বদ্ধজন জানে না, ভক্ত কিন্তু গুণাতীত, তাই সেই কথঞ্চিৎ আপনাকে জানতে পারে, এইরূপ ভাব॥ বি০ ৩২॥

**৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তস্মৈ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা০ ১।৩ ২৮) ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধায় তুভ্যং নমঃ, পুনর্ভগবতে মহাবৈকুণ্ঠনাথায় নারায়ণাখ্যায় চ, পুনস্তচ্চতুর্ব্যূহপ্রথমায়া বাসুদেবায় চ, পুনর্বেধসে সৃষ্টিকর্ত্রে সঙ্কর্ষণাদিরূপায় পুরুষায় চ, পুরুষায়ৈব সতে আত্মদ্যোতে ইত্যাদিরূপিণে চ ব্রহ্মণে ক্বচিদধিকারিণি নির্ব্বিশেষাকারেণ স্ফুরতে চ, তস্মাৎ তত্তৎসর্ব্বাত্মকত্বাৎ পরমবৃহত্তমায়েত্যুপসংহারো বা; লীলারূপেণ চায়মর্থঃ তস্মৈ শ্রীনন্দগোকুলে প্রাগপি সিদ্ধায় তুভ্যং শ্রীনন্দাত্মজায় ভগবতে নমঃ। ক্বচিদ্বসুদেবাপত্যায় চ বেধসেঽদ্ভুতলীলাসম্পাদয়িত্রে, অতএবাত্মদ্যোতৈঃ স্বরূপপ্রকাশবিশেষৈরেব গুণৈর্বাল্যলীলেত্যাদিভিরাচ্ছন্নৈশ্বর্য্যায়। যদ্বা, আত্মনা ত্বয়া ত্বৎপ্রভয়া দ্যোতন্তে তদ্বদাভান্তি যে গুণা দামানি, তৈর্বদ্ধত্বেনাচ্ছন্নবিভুত্বায় সর্ব্বমপি ত্বয়ি সম্ভবতীত্যাহতুঃ - ব্রহ্মণ ইতি॥ জী০ ৩৩॥

৩৪। যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥

৩৫। স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্॥

৩৪-৩৫। **অন্বয়ঃ** শরীরিষু (বিগ্রহধারিষু মৎস্যকুর্ম্মাদিষু) দেহিষু অসঙ্গতৈঃ (প্রাকৃত শরীরেষু অসম্ভবৈঃ) তৈঃ তৈঃ অতুল্যাতিশয়ৈঃ (পরমাদ্ভুতচরিতৈঃ) বীর্যৈঃ যস্য অশরীরিণঃ (প্রাকৃতশরীররহিতস্য) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে (অনুমীয়ন্তে) স ভবান্ আশিষাং পতিঃ (সর্বকল্যাণ প্রদাতা) সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় (ঐহিকামুষ্মিক্ সর্বসম্পত্ত্যর্থং) অংশভাগেন (পূর্ণরূপেণ) অবতীর্ণঃ।

৩৪-৩৫। **মূলানুবাদ**ঃ মৎস্যকুর্মাদির মধ্যে সেই সেই জীবে অসম্ভব নিরতিশয় প্রভাবের দ্বারা অপ্রাকৃত শরীরী যাঁর অবতার অনুমান করা যায়, সেই সর্বকামনা সমূহের পতি আপনি সর্বলোকের সম্পদ ও মোক্ষের জন্য সম্প্রতি পরিপূর্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

---

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ**ঃ **তস্মৈ তুভ্যং নমঃ**—সেই আপনাকে প্রণাম। কোন্ আপনাকে? যিনি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'বাক্যে প্রসিদ্ধ সেই আপনাকে। পুনরায় **ভগবতে**—মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ নামক ভগবান্ আপনাকে প্রণাম। পুনরায় **বাসুদেবায়**-নারায়ণের চতুর্ব্যূহের প্রথম-যে বাসুদেব, সেই আপনাকে প্রণাম। পুনরায় **বেধসে**—সৃষ্টি কর্তা সঙ্কর্ষণাদিরূপ পুরুষ আপনাকে প্রণাম। এই পুরুষ যেখানে **আত্মদ্যোতেগুণৈচ্ছন্ন-মহিম্নে**—নিজের থেকে প্রকাশিত গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মহিম, সেখানেও সেই ছন্নরূপী আপনাকে প্রণাম। **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মকে প্রণাম—যেখানে কোনও অধিকারী বিশেষে আপনি নির্বিশেষ আকারে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন। অথবা, সেই সেই সর্বপ্রকাশ স্বরূপ হওয়ায় পরম বৃহত্তম আপনাকে প্রণাম, এইরূপে 'ব্রহ্মণে' পদে উপসংহার করা হচ্ছে। এবং লীলারূপে এইরূপ অর্থ, যথা—**তস্মৈ**-শ্রীনন্দ-গোকুলে প্রথম থেকেই নিত্য প্রকটভাবে বর্তমান্ শ্রীনন্দাত্মজ ভগবান্ আপনাকে এবং কখনও **বাসুদেব**—বসুদেবনন্দনরূপে লীলাকারী আপনাকে প্রণাম। আপনি **বেধসে**—অদ্ভুতলীলা সম্পাদনকারী, অতএব **আত্মদ্যোতৈঃ**—স্বরূপ প্রকাশ বিশেষরূপ **গুণৈঃ**—বাল্যলীলা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন ঐশ্বর্য। অথবা, **আত্ম-দ্যোতৈঃ**—আপনার প্রভায় তৎসম দীপ্ত (সচ্চিদানন্দরূপ) রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হওয়ায় আচ্ছন্ন বিভুত্ব ভাব আপ-নাতে সব কিছুই সম্ভব—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ব্রহ্মণ ইতি॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলং প্রণমতস্তস্মৈ ইতি। বেধসে বিশ্বকর্ত্রে, দুর্জ্ঞেয়ত্বস্য কারণং গুণসংবৃত ইতি। গুণসংবৃতত্বমুক্তমেব পুনরপি স্পষ্টয়তঃ। আত্মনা ত্বয়ৈব দ্যোতন্তে ইতি ত্বৎপ্রকাশ্যৈ র্গুণৈশ্ছন্নো মহিমা মেষৈরিব রবের্যস্য তস্মৈ॥ বি০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ অতএব আপনি দুর্জ্ঞেয় বলে কেবল প্রণামই করছি—এই

আশয়ে 'তস্মৈ' ইতি। **বেধসে**—বিশ্বকর্তা (আপনাকে প্রণাম)। দুজ্ঞেয়ত্বের কারণ, গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই গুণ-আচ্ছন্নতা কিরূপ, তা স্পষ্ট করা হচ্ছে, যথা—আপনার নিজের থেকে প্রকাশিত গুণের দ্বারা ছন্ন মহিমা, যেমন না-কি মেঘে ঢাকা রবি—এইরূপ ছন্ন মহিমাযুক্ত আপনাকে প্রণাম॥ বি॰ ৩৩॥

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** বিবক্ষিতমাহতুঃ-যস্যেতি যুগ্মকেন। শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু মধ্যেঽশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীর-রহিতস্য তব, কিংবা, শরীরিষু বর্ত্তমানা অপি অশরীরিণস্তদ্ধর্ম্ম-রহিতাঃ। শরীরেম্বিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অতস্তৈস্তৈরনির্ব্বচনীয়ৈঃ, অতএবাতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবেরদ্ভুতচরিতৈর্বা দেহিষু জীবেষু অসঙ্গৈরঘটমানৈরিত্যর্থঃ। অবতারা অপি জ্ঞায়ন্তে, কিং পুনস্তমবতারীত্যর্থঃ। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, এবং স্বপ্রেমবিবৃদ্ধয়ে বিচিত্রলীলয়াত্মানমাচ্ছাদয়ন্নপি ত্বং নিতরাং প্রাকট্যমেব যাসীত্যাহতুর্যস্যেতি, অর্থঃ স এব॥

অহো ভাগ্যমিত্যাহতুঃ—স ইতি। ভবায় বিভবায় চেতি ঐহিকামুষ্মিকাশেষসম্পত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। সাম্প্রতমবতীর্ণো, যত আশিষাং ভক্তকামিতানাং সর্ব্বসামেব পতিঃ পালকঃ পরিপূরক ইত্যর্থঃ। সাম্প্রতমিত্যস্য যথাস্থিতমত্রৈবান্বয়ঃ। গোকুলক্রীড়াসময়েঽস্মিন্নিত্যর্থঃ॥ জী॰ ৩৪-৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** প্রণামের পর বক্তব্য বিষয় বলা হচ্ছে—যস্য ইতি দুইটি শ্লোকে।

**শরীরিষু**—মৎস প্রভৃতি জাতির মধ্যে, **অশরীরিণঃ**—প্রাকৃত শরীর রহিত আপনার। কিম্বা, শরীরের মধ্যে বর্তমান থেকেও সেই সেই শরীর ধর্ম রহিত। পাঠান্তরে 'শরীরেষু' পাঠেও অর্থ ঐ একই হবে। অতএব **তৈঃ তৈঃ**—সেই সেই অনির্বচনীয়—অতএব **অতুল্যাতিশয়ৈঃ**—নিরতিশয়, **বীর্য্যৈঃ**—প্রভাবের দ্বারা, বা অদ্ভুত লীলা দ্বারা (আপনাকে চেনা যায়)। এই লীলা **দেহিষু**—জীবে, **অসঙ্গৈঃ**—অসম্ভব। **অবতারা জ্ঞায়ন্তে**—অদ্ভুত বীর্যাদি দেখে আপনার অবতারগণকেই জানতে পারা যায়, স্বয়ং আপনার কথা আর বলবার কি আছে? অথবা, এইরূপে নিজের সম্বন্ধে প্রেম উচ্ছলিত করে উঠাবার জন্য বিচিত্র মধুর লীলায় নিজেকে আচ্ছাদিত করলেও আপনি অবশ্য প্রকাশিতই হয়ে পড়েন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে--অস্য ইতি। শ্লোকের অর্থ একই।

অহো ভাগ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে-স ইতি। **ভবায় বিভবায় চ**—ইহ লোকের ও পরলোকের অশেষ সম্পত্তির জন্য। **সাম্প্রতং অবতীর্ণ**—সম্প্রতি অবতীর্ণ হয়েছেন, যেহেতু **আশিষাম্**—ভক্ত ও কামী সকলেরই, **পতিঃ**—পালক অর্থাৎ পরিপূরক—'সাম্প্রতম্'—এই এখানেই যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থাতেই পালক অর্থাৎ এই গোকুলে ধূলাখেলা করতে করতেই আপনি সকলের পালক॥ জী॰ ৩৪-৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সতাং পরমেশ্বর এবম্ভূতো ভবত্যেব,যুবাং তু মামেব পরমেশ্বরং কেন লক্ষণেন ব্রুবাথে তত্রাহতুঃ-যস্য অবতারা মৎস্যাদয়ঃ শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু মধ্যে জ্ঞায়ন্তে অনুমীয়ন্তে। অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীররহিতস্য তব কৈঃ দেহিষু জীবেষ্বসঙ্গৈরঘটমানৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈঃ। স ভবানবতারী খল্বেষ

**৩৬। নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল।**
**বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥**

**৩৬। অন্বয় ঃ** হে] পরম কল্যাণ [তুভ্যং] নমঃ। পরমমঙ্গল, [তুভ্যং] নমঃ। শান্তায় (স্বতঃ সুখরূপায়) যদূনাং পতয়ে নমঃ।

**৩৬। মূলানুবাদ ঃ** হে জীবকুলের স্বতঃ পরম কল্যাণদায়ী আপনাকে প্রণাম। হে সাক্ষাৎ পরমমঙ্গল স্বরূপ আপনাকে প্রণাম। হে বাসুদেব আপনাকে প্রণাম। হে সুখস্বরূপ আপনাকে প্রণাম। হে যদুপতি আপনাকে প্রণাম।

---

ভবসি। হস্তিসহস্রেণাপি দুরুৎপাটনয়োরাবয়োরর্জ্জুনয়োরর্জ্জুনসমৌজসো বাল্যলীলোদিত বললবেনপ্যুৎপাটনাৎ রজ্জুলুখলয়োরপি তাদৃশ শক্ত্যর্পণাদিতি ভাবঃ। ভবায় ভূত্যৈ বিগতো ভবো যস্মাত্তস্মৈ মোক্ষায় অংশাংশেন ব্রহ্মরুদ্রাদিনা আশিষাং সর্ব্বকামনানাং পতির্দাতা যঃ স এবেত্যর্থঃ॥ বি০ ৩৪-৩৫॥

**৩৪–৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ঠিকই, পরমেশ্বর এইরূপই হয়ে থাকে, কিন্তু তোমরা আমাকেই পরমেশ্বর বলে ঠিক করলে, কোন্ লক্ষণে–এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—যস্য ইতি। যার অবতারাবলী মৎস্যাদি জাতির মধ্যে অনুমীত হয় **অশরীরিণঃ**—সেই প্রাকৃত শরীরহিত আপনার **বীর্যৈঃ**—প্রভাব, যা **দেহেষু অসঙ্গতৈঃ**—কোনও জীবে অসম্ভব, তার দ্বারা (অনুমীত হন)। **স ভবান**—সেই আপনি নিশ্চয়ই-যে অবতারী, তা বুঝা যাচ্ছে—সহস্র হস্তিরও দুরুৎপাটনীয়, অর্জুন সম বলবান্ অর্জুন বৃক্ষরূপী আমাদের বাললীলোচিত লঘমাত্রবল প্রয়োগে উৎপাটন হেতু এবং রজ্জু ও উলুখলে তাদৃশ শক্তিসঞ্চার হেতু। **ভবায়**—সম্পদের জন্য এবং **বিভবায়**—মোক্ষের জন্য। **অংশভাগেন**—অংশের অংশ, ব্রহ্মরুদ্রাদির সহিত। **আশিষাং**—সর্বকামনা সমূহের। পতিঃ—দাতা যিনি সেই আপনি॥ বি০ ৩৪-৩৫॥

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবমবতার-প্রয়োজনেন স্বমঙ্গলকারিতৌচিতীমুপপাদ্য তাদৃশঞ্চ তদ্গুণং তাদৃশ-তন্নামকীর্ত্তনদ্বারৈবানুমোদমানৌ তদুচিতসেবায়ামপ্যক্ষমম্মন্যৌ কেবলং ভক্ত্যা মুহুঃ প্রণমতঃ—নম ইতি। হে স্বতঃ পরমকল্যাণস্বরূপ, কিঞ্চ, বিশ্বস্য মঙ্গলম্, ঐহিকামুষ্মিকসুখং যস্মাদিতি, স্বকামনিষ্কামভেদেন সম্বোধনদ্বয়ম্; পরমমঙ্গলেতি ক্বচিৎ পাঠে পরমাণাং শ্রীশিবাদীনামপি মঙ্গলেতি ব্যাখ্যেয়ম্; 'যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন' ইত্যাদৌ, 'শিবঃ শিবোঽভূৎ' (শ্রীভা০ ৩ ২৮।২২) ইত্যুক্তেশ্চ। তৎ কুতঃ? বাসুদেবায় সর্ব্বহিতার্থমেব বসুদেবদ্বারা প্রকটায়, অতঃ শান্তায় নির্দোষায় সুখস্বরূপায় বা। নিত্যমেব তু যদূনাং ক্ষত্রিয়াণাং গোপানাঞ্চ তেষাং পতয়ে কুলপতিরূপায়; শ্রীগোপানাঞ্চ যাদবত্বং স্কান্দ-মথুরা-মাহাত্ম্যে ব্যক্তম্—'রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টি-নিবারণাৎ' ইতি, তথা 'যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা' ইত্যাদিনা॥ জী০ ৩৬॥

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে অবতার প্রয়োজনের সহিত (কুবের-পুত্রদ্বয়ের) নিজ মঙ্গলকারিতার ঔচিত্য প্রতিপাদন করতে করতে তাদৃশ গুণ ও তাদৃশ নাম কীর্তনের দ্বারাই

**৩৭। অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।**
**দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥**

**৩৭। অন্বয় ঃ** [হে] ভূমন্ (পরমেশ্বর!) তবানুচরকিঙ্করৌ নৌ (আবাং) অনুজানীহি (স্বস্থানং গন্তুং অজ্ঞাপয়) ভগবতঃ ঋষেঃ (শ্রীনারদস্য) অনুগ্রহাৎ নৌ (আবয়োঃ) দর্শনং (ভবতঃ শ্রীচরণ দর্শনং) [সংঘটিতম্]।

**৩৭। মূলানুবাদ ঃ** হে পরমেশ্বর! আমরা আপনার দাস শ্রীনারদের কিঙ্কর, আমাদের যেতে আজ্ঞা করুন। শ্রীনারদের অনুগ্রহে পরম দয়ালু আপনার দর্শন হল।

---

আনন্দে উচ্ছলিত কুবের পুত্রদ্বয় তদুচিত সেবাতেও নিজেদের অক্ষমতা চিন্তা করে কেবল ভক্তি সহকারে মুহুর্মুহু প্রণাম করতে লাগলেন—নমঃ ইতি। **পরমকল্যাণ**—হে স্বতঃ পরমকল্যাণ স্বরূপ। আরও, **বিশ্বস্য মঙ্গল**—বিশ্বের মঙ্গল—ইহকাল পরকালের সুখস্বরূপ—স্বকাম নিষ্কাম ভেদে এই সম্বোধনদ্বয়। পাঠান্তর, **পরমমঙ্গল**—পরমগণের অর্থাৎ শ্রীশিবাদির মঙ্গল যাঁর থেকে হয়ে থাকে—যথা, "যে-চরণ ধোয়া জল থেকে সমুৎপন্ন গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করে শিবও মঙ্গলময় হন।"—ভা০ ৩।২৮।২২। তিনি কোথা থেকে এই জগতে এলেন? **বাসুদেবায়**—সকলের হিতের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব কর্তৃক এই জগতে প্রকাশিত। অতএব **শান্তায়**—নির্দোষ বা সুখস্বরূপ। কিন্তু নিত্যই **যদূনাং**—ক্ষত্রিয়দের এবং গোপদের **পতয়ে**—কুলপতিরূপ। গোপগণের যাদবত্ব স্কান্দ-মথুরা-মাহাত্ম্যে এইরূপ বলা আছে যথা—"যাদবগণকে ইন্দ্রদেব কৃত মহা ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন গোবর্ধন ধারণে।" আরও, "যদুশক্র ইন্দ্রদেব যেখানে ভগবানের অভিষেক করেছিলেন।" ইত্যাদি॥ জী০ ৩৬॥

**৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পরমং কল্যাণং যস্মাত্তস্মৈ, হে স্বয়ঞ্চ পরমমঙ্গলস্বরূপ॥ বি০ ৩৬॥

**৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরম কল্যাণ**—যাঁর থেকে সমস্ত জীবের পরম কল্যাণ অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়, সেই তাকে প্রণাম। **পরমমঙ্গল**—এবং হে সাক্ষাৎ পরম মঙ্গল স্বরূপ॥ বি০৩৬॥

**৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং স্তুত্বা দেবত্বেনানবসরে তত্রাবস্থিতিমযুক্তাং মত্বা তাদৃশং স্থাবরত্বমেবানুশোচন্তাবাহতুঃ—অনুজানীহীতি; গন্তুমেবেতি ভাবঃ। ভূমন্ হে পরমেশ্বর। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, অনুজানীহি, আবাং প্রতি কিঞ্চিদাজ্ঞাং বিধেহীত্যর্থঃ। ভূমন্ হে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেতি; যদ্যপি তব কাপ্যপেক্ষা নাস্তি তথাপীতি ভাবঃ। তচ্চ ভক্তবাৎসল্যাদেবেত্যাহতুঃ, অনুচরস্য ভক্তস্য শ্রীশঙ্করস্য কিঙ্করৌ রুদ্রস্যানুচরাবিত্যুক্তেঃ; যদ্বা, শ্রীনারদস্য কিঙ্করৌ তৎপ্রসাদেনৈব তাদৃশফলপ্রাপ্তেস্তদনুগতিস্মরণস্যৈব প্রস্তুতত্বাদযুক্তত্বাচ্চ। যদ্বাঽনুচরাণাং কিঙ্করাবিতি নিরন্তরমনুজানীহি। যদ্বা, তবানুচরাণাং গোপবালকানাং কিঙ্করৌ অনুজানীহি, এষাং কিঙ্করৌ কৃত্বাত্রৈব রক্ষেত্যর্থঃ। নন্বতি দুর্ল্লভমিদং, তত্রাহতুঃ—অনুগ্রহাদিতি। নৌ আবাভ্যাং তব দর্শনং ভগবতঃ পরমদয়ালোঃ অচিন্ত্যপ ভাবস্য বা প্রভোঃ ঋষেঃ শ্রীনারদস্য মহাপরাধিনোরপ্য লভ্যলাভসিদ্ধেরেতদপ্যাশাস্মহে ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৭॥

**৩৮। বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।**
**স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥**

**৩৮। অন্বয় ঃ** নঃ (আবয়োঃ) বাণী তব গুণানুকথনে [অস্তু] শ্রবণৌ (কর্ণৌ) কথায়াং (তব-নামরূপগুণলীলাদিকথাশ্রবণে অস্তু) হস্তৌ কর্ম্মসু (তব সেবাকর্ম্মসু অস্তু) নঃ মনঃ তব পাদয়োঃ স্মৃত্যা (পাদ-পদ্ম স্মরণে অস্তু) শিরঃ তব নিবাস জগৎ প্রণামে (তবাধিষ্ঠিতনিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রণামে অস্তু) দৃষ্টিঃ সতাং (শ্রীবৈষ্ণবানাং) ভবত্তনূনাং (ভবতঃ শ্রীবিগ্রহাণাঞ্চ) দর্শনে [অস্তু]।

**৩৮। মূলানুবাদ ঃ** আমাদের বাণী আপনার ভক্তবৎসলাদিগুণে, কর্ণদ্বয় কথা শ্রবণে, করদ্বয় মন্দির মার্জনাদি কর্মে, মন শ্রীচরণযুগলের স্মরণে, মস্তক আপনার বিশ্রাম স্থান শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণামে এবং নয়ন আপনার মূর্তিস্বরূপ শ্রীনারদাদির দর্শনে রত থাকুক।

---

**৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে স্তুতি করবার পর দেবতা বলে অকালে তথায় অবস্থিতি অযুক্ত, এরূপ মনে করে তাদৃশ স্থাবরতার জন্য আক্ষেপকারী তারা দুজন বলতে লাগলেন —অনুজানীহি ইতি। **ভূমন্**—হে পরমেশ্বর! **অনুজানীহি**—আমাদের যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করুন। [শ্রীস্বামিপাদ—**নৌ**—'আবাম্'—আমাদিগকে (অনুমতি দিন)। **তব অনুচরঃ**—আপনার অনু-চর কুবের বা নারদ **তস্য কিঙ্করৌ**—তাঁর কিঙ্কর।] অথবা, **অনুজানীহি**—আমাদের প্রতি একটু আজ্ঞা দিন। **ভূমন্** হে সর্বভাবে পরিপূর্ণ—এর ধ্বনি, যদিও আপনার কারুর থেকে কোনও অপেক্ষা নেই তথাপি বলছি—যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল। **তব অনুচরস্য**—আপনার ভক্ত শ্রীশঙ্করের কিঙ্কর—এরা যে রুদ্রের অনুচর, তা পূর্বেই বলা আছে। অথবা, শ্রীনারদের কিঙ্কর—কারণ তাঁর প্রসাদেই তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হেতু তার 'অনুগতি' স্মরণেরই প্রাসঙ্গিকতা ও যুক্তিযুক্ততা। অথবা, আমরা আপনার দাসের দাস কাজেই আমাদের নিরন্তর 'অনুজানীহি' অনুমতি করতে থাকুন। অথবা, আপনার সখা গোপবালকগণের দাস্যে আমাদের 'অনুজানীহি' নিয়োগ করুন—এদের দাস করে এখানেই রাখুন। অহো এ যে অতি দুর্লভ —এরই উত্তরে বলছেন—**অনুগ্রহাৎ**—আপনার অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলছি। **নৌ**—'আবাভ্যাম্'—আমাদের দুজনের দ্বারা আপনার দর্শন। **ভগবতঃ**—পরম দয়ালু, বা অচিন্ত্য প্রভাব আপ-নার দর্শন। **ঋষেঃ**—শ্রীনারদের, (অনুগ্রহে) মহাপরাধীরও অলভ্য লাভ হয়ে যায়, তাই আমরা এতটা পর্যন্ত আশা করছি, এরূপ ভাব॥ জী০ ৩৭॥

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনুচরস্য নারদস্য কিঙ্করৌ॥ বি০ ৩৭॥

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অনুচরস্য**—শ্রীনারদের কিঙ্কর আমরা॥ বি০ ৩৭॥

**৩৮। জীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** শ্রীনারদানুগ্রহেণ মদ্ভক্তাবেব যুবাং বৃত্তৌ; ততস্তত্রৈব গচ্ছতামিতি চেত্তর্হি সর্ব্বভক্তিপ্রকারং দেহীতি ভক্তিস্বভাবেনৈব প্রার্থয়তে—বাণীতি। তব পাদয়োর্গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং সৌন্দর্য্যাদীনাঞ্চ অনু নিরন্তরং কথন এব, ন তু যোগযাগাদিনিরূপণে নোঽস্মাকং বাণী

বাগিন্দ্রিয়মস্তু। পাদয়োরিতি ভক্ত্যা, ন তু তন্মাত্রবিবক্ষয়া। শ্রবণাবিতি—দ্বিবচনেন শ্রবণেন্দ্রিয়স্য সাকল্যেন প্রবৃত্তিরভিপ্রেতা; এবমগ্রেঽপি। কথায়াং কথমাত্রে ব্রহ্মত্বসৃষ্ট্যাদিহেতুত্ব-কথনেঽপীত্যর্থঃ—শ্রবণং স্বাতন্ত্র্যা-ভাবাৎ। স্বয়ং কথনে তু ভগবন্মাধুর্য্যস্যৈব রস্যত্বাৎ গুণানুকথায়ামিত্যত্রাপি গুণকথায়ামিত্যেব পূর্ব্বস্বারস্যাজ্-জ্ঞেয়ম্। কর্ম্মসু পূজা-পরিচর্য্যালক্ষণেষু;চ শব্দঃ সর্ব্বেরেবান্বেতি। শির ইতি তত্র প্রাধান্যাৎ অবশিষ্টত্বাচ্চ;তত্ত্ব তব নিবাসোবসতিস্থানং জগদ্যস্য তস্য সম্বোধনম্, তবেতি পুনরুক্তির্জগন্নিবাসতয়া জগৎপ্রণামেন তৎপ্রণামে সিদ্ধেঽপি তদেকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া;যদ্বা,তব নিবাসভূতা যে জগতো জঙ্গমরূপাঃ শ্রীবৈষ্ণবরূপাস্তেষাং প্রণামে শিরশ্চ তস্যোভয় লিঙ্গমানমেৎ'ইত্যুক্তেঃ। যদ্বা, তব নিবাসোঽয়ং যো ব্রজস্তত্রস্থস্য জগতঃ সর্ব্বস্য দূরতোঽপি প্রণামে। দৃষ্টিশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ং ভবত্তনূর্নির্ব্বিশেষাণাং সতাং শ্রীনারদাদীনাম্; যদ্বা, সতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং ভবত্তনূনাং চ অর্চ্চা-রূপাণাঞ্চ দর্শনে সাক্ষাৎ ত্বদ্দর্শনেঽস্তিতি তু গৃহেষ্বসম্ভবং ভয়াদিনা ন প্রার্থিতম্, এবং স্পর্শাদিকমুপলক্ষ্যম্॥

**৩৮**। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** শ্রীনারদের অনুগ্রহে আমার ভক্তিতে তোমাদের প্রবৃত্তি কাজেই সেই নারদের কাছেই তোমরা যাও। এমনও যদি করতে হয় তা হলেও সর্বভক্তি-রীতি দান করুন। এই আশয়ে ভক্তি-স্বভাবে প্রার্থনা করছেন—বানীতি। **বাণী গুণানুকথনে**—আপনার পদ-যুগলের ভক্তবাৎসল্যাদির এবং সৌন্দর্যাদির নিরন্তর কথনরূপ ভক্তি অঙ্গে যেন আমাদের 'বাণী' জিহ্বা সদা নিযুক্ত থাকে—যোগ-যজ্ঞাদির নিরূপণে যেন নিযুক্ত না হয়। **পাদয়ো**—এই শব্দের ধ্বনি হল, যেন ভক্তির সহিত কথনে নিযুক্ত থাকে—শুধুমাত্র কথনে নয়। **শ্রবণৌ কথায়াং**—দ্বিবচনের দ্বারা শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ ভাবে প্রবৃত্তি বুঝানোই অভিপ্রেত—এইরূপ সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝতে হবে। **কথায়াং**—কথা মাত্রে, সৃষ্ট্যাদির কারণ সম্বন্ধেও কথা শুনতে—কারণ শোনার ব্যাপারে নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। নিজের কথনের বেলায় তো ভগবানের মাধুর্যেরই রস্যতা হেতু, উহা ছেড়ে অন্য কোথাও রসনা যায় না। তবে হ্যা সৃষ্ট্যাদি কথা শুনলেও উহা রস-আস্বাদনের সহিত শোনা হয় না। রসাস্বাদনের সহিত শোনা হয় এই পূর্বের গুণানুকথনই এইরূপ বুঝতে হবে। **কর্ম্মসু**—পূজা-পরিচর্যারূপ (কর্মে হস্ত)। **হস্তৌ চ**—এই 'চ' শব্দটি মনাদি সর্বত্রই লাগবে। **শিরঃ**—মানুষের মস্তক সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এ সবার উন্নত—আমাদের এই উন্নত শির ধূলায় লুটিয়ে যাক্ জগৎ প্রণামে। **তব নিবাস**—এই জগৎ আপ-নার বসতি স্থান—অন্তর্যামিরূপে এই জগতে আপনি আছেন—এই জগৎ যাঁর সেই আপনাকে উদ্দেশ্য করেই এ জগতকে প্রণাম। এখানে 'তব' শব্দের পুনরুক্তি হল, তার কারণ, জগত আপনার নিবাস স্থান হওয়ায় জগৎ-প্রণামে আপনার প্রণাম হলেও আপনাতেই একান্ত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় এই পুনরুক্তি। অথবা, আপনার নিবাসভূতা যে **জগতঃ**—জঙ্গমরূপা অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণবরূপা তাদের প্রণামে আমার মস্তক। —"যে চক্ষু স্থাবর জঙ্গমকে বিষ্ণুপ্রতিমরূপে এবং তার ভক্তরূপে দেখে এবং যে মস্তক এইরূপ ভাব নিয়ে স্থাবরজঙ্গমে নত হয় সেই চক্ষুই চক্ষু, সেই মস্তকই মস্তক।"—শ্রীভা০ ১০।৮০।৪। অথবা, আপনার নিবাস স্থান এই যে ব্রজ তত্রস্থ **জগতঃ**—সকল জনকে অর্থাৎ সকল ব্রজজনকে, দূর হলেও এখান থেকে প্রণাম

করছি। **দৃষ্টিঃ**—চক্ষু-ইন্দ্রিয় **ভবত্ততনূনাম্**—আপনার মূর্তি স্বরূপ **সতাং**—শ্রীনারদাদির দর্শনে। অথবা, **সতাং**—শ্রীবৈষ্ণবগণের এবং **ভবত্তনূনাং**—অর্চা বিগ্রহের **দর্শনে**—দর্শনে নিযুক্ত হউক। অর্চাবিগ্রহরূপে দর্শন চাইলেন, গৃহে সাক্ষাৎ স্বরূপের দর্শন হউক, এরূপ প্রার্থনা করলেন না—ইহা তো অসম্ভব, তাই ভয়ে প্রার্থনা করলেন না। সাক্ষাৎ স্পর্শের প্রার্থনাও করলেন না এই জন্যই।

[শ্রীসনাতন টীকানুবাদ ঃ এইরূপে নবধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে কীর্তন-শ্রবণ-পূজা-পরিচর্যা-স্মরণ বন্দনাদি ষড়্‌বিধা ভক্তি প্রার্থনা করা হল এখানে। সখ্য এবং আত্মনিবেদন প্রায়ই সাধ্য অর্থাৎ ফলরূপে পাওয়া যায় বলে সাধনবর্গ মধ্যে প্রার্থনা করা হল না। **অথবা, কীর্তন অঙ্গের সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নবধার অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই সাধ্য অর্থাৎ ফলরূপে এসে উপস্থিত হয় আপনি আপনি—সাধনরূপে উহাদের গ্রহণ না করলেও।** অথবা, সখ্য-আত্মনিবেদন ভাববিশেষাত্মক হওয়াতে স্মরণের মধ্যেই উহারা অন্তর্নিহিত থাকে। (এবার নবধার দাস্যের কথা বলা হচ্ছে—) কর্মার্পণরূপ এ দাস্যও কীর্তনাদির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। সর্ব-ইন্দ্রিয় ক্ষোভকারী বাক্যের বেগকে ভগবৎকীর্তনে প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়মন হেতু ইন্দ্রিয় সমূহের নিজনিজ কর্মে সুখপ্রবৃত্তি হয়, তাই প্রথমেই এখানে কীর্তনের প্রার্থনা। অথবা, "আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও না—আমি বাস করি যেখানে আমার ভক্তগণ কীর্তনে মত্ত আছে।"—ইত্যাদি বচন-অনুসারে ভগবানের কীর্তন-প্রিয়তা হেতু বিবিধ ভক্তির মধ্যে কীর্তনেরই মুখ্যতা, কিম্বা কীর্তনে রসবিশেষ থাকায় প্রথমেই কীর্তনের প্রার্থনা এখানে। বৈষ্ণবের শ্রীমূর্তির দর্শন শ্রীভগবানের দর্শনের সামান— বৈষ্ণবের ও শ্রীভগবানের দর্শন সকল ভক্তিযাজনের ফলস্বরূপ, কাজেই ইহা শেষে প্রার্থনা করা হল এবং শ্লোকের মধ্যভাগে অন্যান্য ভক্তিঅঙ্গের প্রার্থনা করা হয়েছে, নিজরসানুসারে ও সেই সেই ক্রম থাকা হেতু।] ॥ জী০ ৩৮ ॥

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদনুচর কিঙ্করত্বাদেবাবয়োস্ত্বদ্বাৎল্যাতিশয়মালক্ষ্যান্যৈর্দুর্ল্লভমপীদং প্রার্থয়িতুমুৎসহাবহে ইত্যভিব্যঞ্জয়ন্তাবাহতুঃ বাণীতি। অত্রৈক এব চকার এবার্থকঃ প্রতিসপ্তম্যন্তং যোজ্যঃ; তেন তব গুণানুকথন এব বাণী ভবতু ন ত্বন্যকথায়ামিত্যেবং সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ং। নঃ আবয়োর্মনস্তদীয় পাদয়োঃ স্মৃত্যাং নিবাসভূতানাং জগতাং জঙ্গমানাং নারদাদি ভক্তানাং প্রণামে শিরোঽস্তু। হে নিবাস জগদিতি সম্বোধনপদং বা ভবত্তনূনাং ত্বন্মূর্ত্তিরূপাণাম্ ॥ বি০ ৩৮ ॥

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আপনার অনুচর নারদের দাস আমরা, এই হেতু আমাদের উপর আপনার অতিশয় বাৎসল্য লক্ষ্য করে অন্যের দুর্লভ এই প্রার্থনা করতে উৎসাহ করছি—এইরূপ ভাবের থেকে কুবের পুত্রদ্বয় প্রকাশ করে বলছেন—বানী ইতি। এই শ্লোকের একটি 'চ'কারই বাণী আদি সমস্ত পদে লাগবে। এই হেতু **তব**—আপনার গুণানুকথনেই আমাদের বাণী নিয়োজিত হউক—অন্য কথায় নয়—এইরূপেই সর্বত্র ব্যাখ্যা করতে হবে। **নঃ**—আমাদের মন তদীয় চরণযুগলের স্মরণে নিয়োজিত থাকুক। **নিবাস জগৎ**—আপনার নিবাসভূত অর্থাৎ মন্দির স্বরূপ 'জগতাং' জঙ্গম সমূহের

শ্রীশুক উবাচ।

৩৯। ইত্থং সংকীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ—তাভ্যাং ইত্থং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) সঙ্কীর্তিতঃ (স্তুতঃ) ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ দাম্না উলূখলেবদ্ধঃ প্রহসন্ গুহ্যকৌ (কুবের পুত্রৌ প্রতি) আহ॥

৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—এইরূপে সংস্তুত হয়ে মা যশোদার প্রেমবশে রজ্জুতে উলূখলে বদ্ধ ভগবান্ শ্রীগোকুলেশ্বর হাসতে হাসতে কুবের পুত্রদ্বয়কে বলতে লাগলেন—

---

অর্থাৎ শ্রীনারদাদি ভক্তগণের প্রণামে মস্তক নত হয়ে থাকুক। অথবা, হে জগন্নিবাস! আপনার মূর্তিস্বরূপ সাধুদের অর্থাৎ শ্রীনারদাদির দর্শনে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকুক॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ গোকুলেশ্বরঃ প্রহসন্ গুহ্যকাবাহ—গুহ্যকাবিতি। তয়োস্তাদৃশপূর্ব্বাবস্থত্বং সূচয়িত্বা ভাগ্যাতিশয়ং দর্শয়তি; প্রহাসে হেতুঃ—স্বয়ং ভগবান্ তাভ্যমপীত্থং ভগবত্ত্বেনৈব কীর্ত্তিতঃ 'দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ' ইতি। প্রথমতস্তাবদ্বদ্ধস্তত্রাপি দাম্না, তত্রাপ্যুলূখল ইত্যর্থঃ। অতো ভয়েনৈবৈতৌ ন সহত ইত্যভিপ্রেত্য স্বয়মেব হসতি—স্মেতি ভাবঃ। গোকুলেশ্বরো ভগবানিতি গোকুলেশনশীলত্বাদ্গোকুলেশ্বরনামায়মস্মাকং ভগবানেবং প্রিয়জনপ্রেমবশ্যতয়া গোকুলে নিত্যকৌতুকশীল ইতি, গোকুলঞ্চেদং পরমবিলক্ষণং জানীহীতি চ ব্যঞ্জয়তি॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **প্রহসন্নাহ**—গোকুলেশ্বর হাসতে হাসতে কুবের পুত্রদ্বয়কে বলতে লাগলেন—**গুহ্যকৌ ইতি**—এই 'গুহ্যক' পদে তাদের দুজনের পূর্বে যে যক্ষ-স্বভাব ছিল, তার প্রকাশ মুখে বর্তমান ভাগ্যাতিশয় দেখান হচ্ছে। কৃষ্ণ হাসতে হাসতে কুবের পুত্রদ্বয়কে বললেন—এই হাসির হেতু, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এই যক্ষদের দ্বারাও এইরূপে ঐশ্বর্যমূর্তি ভগবান্রূপে কীর্তিত হলেন—তাদের চোখে নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী পরমপুরুষ দামের দ্বারা উলূখলে বদ্ধ হয়ে আছেন, এ তো হাসবারই কথা—কিন্তু না হাসার কারণ প্রথমতঃ তদবধি বদ্ধ, তাতে আবার দড়ি দ্বারা, তাতে আবার উলূখলে, অতএব ভয়েই এরা হাসে নি—এদের অবস্থা দেখে ভগবান্ নিজেই হাসতে লাগলেন, এরূপ ভাব। **গোকুলেশ্বর ভগবান্**—মাঠে মাঠে ধেনু চরানো, বনে বনে খেলে বেড়ানো ইত্যাদি গোকুলের স্থানীয় শিক্ষা-স্বভাব হেতু 'গোকুলেশ্বর' নাম। আমদের এই ভগবান্ এইরূপ প্রিয়জন-বশ্যতা হেতু গোকুলে নিত্য কৌতুকলীল। এই গোকুলও পরম বিলক্ষণ জানতে হবে।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সঙ্কীর্তিতঃ সংস্তুতঃ দাম্না চকারাৎ প্রেম্না চ বদ্ধঃ। প্রহসন্নিতি প্রহাসোঽয়মেতে উপদেবাদয়ো মন্মায়য়া বদ্ধাঃ স্বমোচনার্থং যং মাং স্তুবন্তি সোঽয়ং যশোদাদিগোপীভির্দাম্না প্রেম্না চ বদ্ধোঽভীক্ষ্ণং ভর্ৎসিতঃ স্নেহেন গোকুলে তিষ্ঠামি! অত্রত্যানাং তাসাং ভর্ৎসনেনাহং যথা প্রীয়ে ন তথানয়োঃ স্তুত্যেতি ব্যঞ্জয়তি॥ বি০ ৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

৪০। জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥

৪০। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবানুবাচ—করুণাত্মনা ঋষিণা (নারদেন) শ্রীমদান্ধয়োঃ (ধনমদমত্তয়োঃ) বাগ্‌ভিঃ (শাপবাক্যৈঃ) বিভ্রংশঃ (স্বর্গাৎচ্যুতিরূপঃ) অনুগ্রহঃ (প্রসাদঃ) কৃতঃ এতৎ পুরা এব মম জ্ঞাতং (বিদিতং)।

৪০। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ বললেন—ধনমদে গর্বিত তোমাদের প্রতি করুণ চিত্ত দেবর্ষি যে শাপ বাক্যচ্ছলে অধঃপাত বিনাশী অনুগ্রহ করেছেন, তা পূর্বেই আমার জানা।

---

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সংকীর্তিত**—সম্যক্‌ভাবে স্তুত। **দাম্না চ**—এখানে 'চ' কারের ধ্বনি হল, প্রেমেও বদ্ধ। **প্রহসন্**—অতি মধুর মিষ্টি মিষ্টি হাসি—এ হাসির কথাই বটে—এই উপদেবতাদ্বয় আমার মায়ায় বদ্ধ—নিজ মোচনের জন্য যে-আমাকে এরা স্তব করছে সেই আমাকে যশোদা গোপী রজ্জু ও প্রেমের দ্বারা বেঁধে নিরন্তর ভর্ৎসনা করে, কিন্তু আমি প্রীতির সহিতই গোকুলে বাস করি। ব্রজজনের ভর্ৎসনায় আমি যেরূপ প্রীতি লাভ করে থাকি এই কুবের পুত্রদ্বয়ের স্তুতিতেও সেরূপ করি না, এরূপ ভাব॥ বি০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এতন্মম জ্ঞাতমেবেতি, অন্যথা মহদপরাধিষু মমেদৃশ-কৃপানুযোগাৎ। যদ্বা, ঋষেরাসীদনুগ্রহাদিতি তয়োরুক্ত্যা প্রীতঃ সন্ তামেব দ্রঢ়য়ন্ তয়োঃ প্রহর্ষার্থমন্ব-মোদতেতি। করুণাত্মনা দয়াশীলেন, করুণাত্মতামেবাহ—শ্রীমদান্ধয়োরপ্যনুগ্রহঃ কৃত ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, 'স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ' ইত্যাদিবহুলবর-প্রদানময়ীর্ভির্বাগ্‌ভিঃ। কথম্ভূতঃ? বিগতো ভ্রংশোঽধঃপাতো মহাপরাধকৃতো মহানরকাদিরূপো যস্মাৎ॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ জ্ঞাতং মম**—শ্রীভগবান্ বলছেন—শ্রীনারদ ঋষির শাপচ্ছলে করুণার কথা সব কিছুই আমার জানা। অন্যথা মহতের চরণে অপরাধী তোমাদের প্রতি আমার ঈদৃশ কৃপার উদয় হতো না। অথবা, শ্রীনারদের অনুগ্রহের দরুণ আমরা আপনার দর্শনলাভ করলাম—তোমাদের এই উক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে উহাকেই দৃঢ় করে তুলে তোমাদের আনন্দোচ্ছলতার জন্য অনুমোদন করা হচ্ছে—হ্যা আমি সব জানি, এই ভাবে। **করুণাত্মনা**—দয়াশীল (ঋষি দ্বারা)—সেই দয়াশীলতা বলা হচ্ছে—মদান্ধদের প্রতিও অনুগ্রহ করেছেন। ['ন হি অন্য জুষতো জোষ্যান্' ইত্যাদি বহু শ্লোকে শাপচ্ছলে অনুগ্রহ করেছেন—শ্রীস্বামিপাদ]।

অথবা, "যাতে পুনরায় আর তোমাদের অপরাধ না ঘটে" ইত্যাদি বহু বর-প্রদানময়ী বাক্যের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। **বিভ্রংশো অনুগ্রহঃ** 'বি+ভ্রংশঃ', ভ্রংশ—মহাপরাধোত্থ মহানরকাদিরূপ অধঃপাত, যা হতে 'বি' বিগত হয় সেই অনুগ্রহ॥ জী০ ৪০॥

৪১। সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥

**৪১। অন্বয় ঃ** সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং (মদাসক্তচেতসাং) সমচিত্তানাং সাধূনাং দর্শনাৎ সবিতুঃ যথা (যথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ) অক্ষ্ণোঃ বন্ধঃ ন ভবেৎ [তথা] পুংসঃ বন্ধঃ ন ভবেৎ।

**৪১। মূলানুবাদ ঃ** সূর্যোদয়ে যেমন চক্ষুর দর্শন-বাঁধা থাকে না তেমনই কারুণ্যে সমচিত্ত, আমাতে নিবেদিত মন সাধুদের দর্শনে জীবমাত্রেরই সংসার-বন্ধন থাকে না।

---

**৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বাগ্মি "নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্" ইত্যাদিভিঃ শ্রীবিভ্রংশরূপোঽনুগ্রহ এব কৃত ইতি ॥ বি০ ৪০ ॥

**৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের "ন হ্যন্যো জুষতো" অর্থাৎ ভোগী জীবের ধনগর্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করে, এর থেকে আরম্ভ করে বহু শ্লোকে 'শ্রীবিভ্রংশ' অর্থাৎ 'ধন-সম্পদ বিনাশ' রূপ অনুগ্রহই শ্রীনারদ ঋষি দ্বারা কৃত হয়েছে ॥ বি০ ৪০ ॥

**৪১। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ** সাধূনামিতি তৈর্ব্যাখ্যাতমেব, তত্র পূর্ব্বয়োর্যথাযথং যৎ কিঞ্চিদ্বন্ধহারিত্বং। সুতরামিত্যনেন ব্যঞ্জিতম্। যদ্বা, সাধূনামিতি কৃপালুতায়াং সমচিত্তানামিত্যপরাধাগ্রহণে। মৎকৃতাত্মনামিত্যস্য স্বাভাবিকগুণব্যঞ্জকং বিশেষণদ্বয়ম্। তেষাং দর্শনাদপি পুংসো জীবমাত্রস্য সুতরাং সংসারবন্ধো ন ভবেৎ, কিং পুনস্তাদৃশবহুল-বাক্যপ্রয়োগানুগ্রহাৎ। ভবতোরবজ্ঞাতৃত্বাদেব তদপেক্ষা জাতেতি ভাবঃ। সুতরামিতি শ্রবণকীর্ত্তনাদিনাপি ন ভবেৎ, দর্শনাত্তু সুতরামিতি জ্ঞাপকম্। অক্ষ্ণোর্বন্ধস্তমঃকৃতঃ; অত্র চ দর্শনাদিতি সুতরামিত্যপেক্ষয়া তৎপূর্ব্বতোঽপি তন্নাশাৎ ॥ জী০ ৪০ ॥

**৪১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধর স্বামিপাদ ঃ **সাধূনাং**—স্বধর্মবর্তীদের, **সমচিত্তানাম্**—আত্মবিদ্‌গণের—এঁদের দর্শনে যথাযথ যৎকিঞ্চিৎ বন্ধহারিত্ব—'সুতরাং' পদে এই কথাই প্রকাশিত হল। অথবা, **সাধূনাম** কৃপাবর্ষণে সকলের প্রতি 'সমচিত্ত'—অপরাধ গ্রহণ না করা হেতু। **মৎকৃতাত্মনাম্**—আমার প্রতি নিবেদিত মন সাধু। সমচিত্ততা এবং মৎ কৃতাত্মতা, এই দুটি সাধুদের স্বাভাবিক গুণব্যঞ্জক বিশেষণ। এই সাধুদের **দর্শনাৎ**—এমন কি দর্শনেও **পুংসো**—জীবমাত্রের **সুতরাং** অবশ্য সংসার-বন্ধন থাকে না। তবে পুনরায় কেন আর এই ছোট্ট এক বালককে এই কাজের জন্য স্তুতি? এর উত্তরে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হেতুই—সাধুর প্রতি তোমাদের যে অবজ্ঞা রূপ অপরাধ, তা ক্ষালনের জন্যই এই বালকের অপেক্ষা হল, এরূপ ভাব। **সুতরাং**—সাধু-চরিত শ্রবণ কীর্তনাদিতেও সংসার বন্ধন থাকে না—তাঁদের দর্শনে যে থাকে না তা আর বলবার কি আছে, 'সুতরাং' পদে সেই কথাই বুঝানো হল। আঁখির দর্শন বাঁধা অন্ধকার কৃত—এই বিষয়ে সূর্য-দর্শনের পূর্বে তার উদয় আরম্ভেই এই বাধা দূরীভূত হয়—'সুতরাং' পদে এক্ষেত্রে সেই কথাই বুঝানো হল ॥ জী০ ৪১ ॥

৪২। তদ্গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবরসাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ॥

৪২। **অন্বয়** ঃ [হে নলকুবর, তৎ (তস্মাৎ) মৎপরমৌ (মৎ সেবকৌ) সাদনং (গৃহং) গচ্ছতম্। বাং (যুবয়োঃ) অভবঃ (ন ভবঃ সংসারঃ) [যস্মাৎ] ময়ি পরমঃ ঈপ্সিতঃ ভাবঃ (প্রেমা) সঞ্জাতঃ।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ যেহেতু আমার প্রতি তোমাদের ঈপ্সিত ঐকান্তিক প্রেম পরাকাষ্ঠা জন্মেই গিয়েছে, কাজেই মচ্চিত্ত পরায়ণ তোমরা দুজন স্বগৃহে গমন কর।

---

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নন্থ তং দৃষ্ট্বাপ্যসম্মানয়তোরাবয়োস্তদনুগ্রহঃ কথং সম্ভবেত্তত্রাহ সাধূনামিতি। সমচিত্তানাং স্বমানাপমানাভ্যামক্ষুভ্যতাং সুতরামতিশয়েন ময্যেব কৃত আত্মা মনো যৈস্তেষাম্ দর্শনান্তঃ দর্শনপর্য্যন্ত এব। যদ্বা, দর্শনেনান্তোনাশো যস্য স সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণোর্বন্ধস্তমঃকৃতো যথা নশ্যতি তথেতি তেনান্ধানাং সবিতুর্দর্শনাদপি যথা তমো ন নশ্যতি তথৈব নানাপরাধমলীমসমানসানামসুরাণাং শ্রীনারদাদি-দর্শনাদপি ন বন্ধক্ষয় ইতি বিজ্ঞাপিতম॥ বি॰ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, সেই নারদকে দেখেও তোমরা তাঁকে অসম্মান করলে, আচ্ছা এই অসম্মানকারী তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ কি করে সম্ভব হল, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে —সাধূনাম ইতি। **সমচিত্তানাং** নিজ মান-অপমানে অক্ষুভিত চিত্ত, **সুতরাং**—অতিশয় ভাবে আমাতেই নিবেদিত মন যাঁদের সেই সাধুদের **দর্শনান্তঃ**—দর্শনের পর আর বন্ধন থাকে না জীবের। দুই প্রকার পাঠ আছে দর্শনান্নো এবং দর্শনান্তো। অথবা, উদয় মাত্রেই যে অন্ধকার নাশ করে সেই সূর্য 'দর্শনান্তো' দর্শন মাত্রেই যেমন অন্ধকারকৃত দৃষ্টি-বাঁধা দূর করে দেয় সেইরূপ সাধুদর্শনে ইত্যাদি। এই উপমায় এখানে আরও জানানো হল, সূর্যের উদয় হলেও যেমন অন্ধ লোকের চোখের অন্ধকার দূর হয় না, সেইরূপ নামাপরাধে মলিনচিত্ত অসুরদের শ্রীনারদাদি সাধু দর্শনেও ভববন্ধন ক্ষয় হয় না॥ বি॰ ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ মৎপরমৌ মদেকান্তিনৌ সন্তৌ, যতঃ সংজাত ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, যুবয়োর্ময়ি ভাবঃ প্রেমা শ্রীনারদানুগ্রহাৎ সম্যগ্জাত এব, যতঃ পরমো ভবোঽভ্যুদয়ো মদেকভক্তিলক্ষণো 'বাণী গুণানুকথনে' (—ভা॰ ১০।১০।৩৮) ইত্যাদিনা যুবাভ্যামীপ্সিতঃ; এবং শ্রীনারদানুগ্রহসম্বন্ধেন নিজ-সন্তোষাতিশয়-ব্যঞ্জনাৎ। তদতিশয়োঽপি স্যাদিতি ব্যঞ্জিতম্। সহজবিনয়াদি-গুণামৃতপয়োনিধিত্বাৎ সাক্ষাত্তু নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী॰ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ আমাতে ঐকান্তিক তোমরা দুইজন নিজ গৃহে যাও; যেহেতু **সঞ্জাতো ময়ি ভাবঃ**—তোমরা যার জন্য অপেক্ষা করছ, সেই আমাতে প্রেমতো জন্মেই গিয়েছে। অথবা তোমাদের আমাতে **ভাবঃ**—প্রেমা শ্রীনারদের অনুগ্রহ হেতু সম্যক্ জন্মেই তো গিয়েছে অর্থাৎ আমাতে প্রেমপরাকাষ্ঠা তো তোমরা পেয়েই গিয়েছ। **পরমোঽভবঃ**—পরম 'ভবো' প্রভাব—

**শ্রীশুক উবাচ।**

**৪৩। ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।**
**বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্॥**

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমলার্জ্জুনভঞ্জনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।**

**৪৩। অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—ইতি উক্তৌ বদ্ধোলূখলং তং (কৃষ্ণং) পরিক্রম্য পুনঃ পুনঃ প্রণম্য আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) চ উত্তরাং দিশং জগ্মতুঃ (গতৌ)।

**৪৩। মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হয়ে নলকূবর-মণিগ্রীব উদূখলে বদ্ধ কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত তাঁর আজ্ঞা নিয়ে উত্তরাভিমুখে গমন করলেন।

---

আমাতে একান্ত ভক্তি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে—'বাণী গুণানুকথনে' ইত্যাদি কথায়, যা তোমাদের বাঞ্ছিত। এইরূপে শ্রীনারদের অনুগ্রহ সম্বন্ধের দ্বারা নিজের সন্তোষাতিশয় প্রকাশ করা হেতু নারদের অনুগ্রহও যে আতিশয্য প্রাপ্ত ছিল, তাও প্রকাশ করা হল। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিনয়াদি গুণামৃতপয়োনিধি বলে সাক্ষাৎভাবে নিজের কথা নিজে বললেন না, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৪২॥

**৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রাধান্যাদেকং সংবোধ্যাহ, হে নলকূবর, অহমেব পরমঃ সেব্যো যয়োস্তথা ভূতৌ সন্তৌ। সাদনং সদনং ন ভবঃ সংসারো যতঃ সঃ॥ বি০ ৪২॥

**৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রাধান্য থাকায় একজনকেই সম্বোধন করে বললেন—হে নলকূবর! **মৎপরমৌ**—আমিই পরম সেব্য যাদের, তথাভূত তোমরা **সাদনং**—স্বগৃহ,এই গৃহে গেলে আর **ন ভবঃ**—সংসার হয় না॥ বি০ ৪২॥

**৪৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পুনর্বদ্ধোলূখলমিতি শ্রীশুকদেবস্য কৌতুকোক্তিঃ যস্তয়া বদ্ধস্তং দেবা অপি স্তুবন্তি বদন্ত ইতি। তথা তাদৃশভক্তবশ্যতাময় মধুরলীলাদিদৃষ্ট্যা মুহুঃ পরিক্রমাদিহেতুশ্চ। অত্র বহুব্রীহিণা নির্দ্দেশ উলূখলস্য তদনুগতি-বিবক্ষয়া, সা চ বন্ধনীয়বন্ধনাশ্রয়বৈপরীত্যময় তল্লীলাকৌতুকব্যঞ্জিকেতি উলূখলমাত্র-বিশেষণং ন তূপলক্ষণম্, ততস্তস্মৈ অপি প্রণামাদিকং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্; তথোক্তং পাদ্মে—'নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে' ইতি; আমন্ত্রণঞ্চ ভক্ত্যেতি॥ জী০ ৪৩॥

**৪৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'বদ্ধোলূখল' এই পদটি পুনরায় উল্লেখ করা হল—ইহা শ্রীশুদেবের কৌতুক উক্তি—এই কৌতুক উক্তির কারণ, উলূখলের সহিত বাঁধা এক বালককে দেবতাগণের বার বার প্রণাম, তথা তাদৃশ ভক্তবশ্যতাময় মধুর লীলাদি দৃষ্টিতে বার বার পরিক্রমা। উলূখলের কৃষ্ণানুগত্য বলবার ইচ্ছাতেই এখানে বহুব্রীহি সমাসের নির্দেশ॥ সেই উলূখলও কখনও কৃষ্ণে

আনুগত্যে বাঁধা, আবার কখনও কৃষ্ণের বন্ধন-আশ্রয়, এইরূপে ইহা বৈপরীত্যময় কৃষ্ণলীলা-কৌতুক প্রকাশিকা। এখানে একমাত্র উলূখলই বিশেষণ রূপে উদ্দিষ্ট—ইহা উপলক্ষণে ব্যবহার নয়। অতএব এই উলূখলকেও কুবের পুত্রদ্বয় প্রণাম করলেন, এইরূপ বুঝতে হবে। পাদ্মে দামোদরাষ্টকের কৃষ্ণের কোমর-বন্ধন রজ্জুর প্রণামের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, 'নমস্তেঽস্তু দাম্নে' শ্লোকে। লীলারাজ্যে লীলার সহায় সব কিছুই চিৎ বস্তু—ইহারা জড় নয়॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উলূখলে বদ্ধং বদ্ধোলূখলম্। আহিত্যাগ্ন্যাদিঃ॥ বি০ ৪৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বদ্ধোলূখলং**—উলূখলে বদ্ধ॥ বি০ ৪৩॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-দশম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।